ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ঐশতত্ত্ববিদ গ্রেগরি-লিখিত)

ΛΟΓΟΙ, ΕΠΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΟΣ ΚΛΗΔΟΝΙΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΥ (বিবিধ বাণী, ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনা, আপোল্লিনারিউসের বিপক্ষে প্রবীণ ক্লেদোনিউসের কাছে প্রথম পত্র)

গ্রীক পাঠ্য: ১ম লিংক, ২য় লিংক, ৩য় লিংক, ৪র্থ লিংক। অন্যান্য লেখার জন্য লিংক যথাস্থানে দেওয়া।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2024

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: November 1, 2024

Version 1.1 (April 22 1, 2024)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি

বাছাইকৃত লেখা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু গ্রেগরির সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু গ্রেগরির লেখাসমূহ

মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের প্রশংসায়

খ্রিষ্টীয় চেতনা অনুযায়ী মনোভাব ও আচরণ

পবিত্র বাপ্তিস্ম

পাস্কা-রহস্য

ত্রিবিধ আলোর প্রশংসা

পরিশিষ্ট

৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবাদ

আপোল্লিনারিউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব

১। খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে দেহের একত্ব (আংশিক)

২। একত্রীকরণ প্রসঙ্গ

৩। ইওবিয়ানুসের কাছে পত্র

আপোল্লিনারিউসের বিপক্ষে প্রবীণ ক্লেদোনিউসের কাছে প্রথম পত্র (আংশিক)

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে ১ম পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

ভূমিকা

সাধু গ্রেগরির সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু গ্রেগরি দক্ষিণ কাপ্পাদোকিয়ায় (আজকালের তুরস্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) অবস্থিত নাজিয়াঞ্জুস (আজকালের বেকারলার) শহরের নিকটবর্তী আরিয়াঞ্জুস (আজকালের গুজেলিউর্ত) গ্রামে, কার্বালা নামক পিতৃসম্পদে, আনুমানিক ৩২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন; বাস্তবিকই তাঁর পিতা গ্রেগরি ও মাতা নন্না ছিলেন ধনবান গ্রীক জমিদার। এই নন্নাই স্বামীকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন; এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে পিতা গ্রেগরি কালক্রমে নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ পদে নিযুক্ত হন।

যুবা গ্রেগরি ও তাঁর ভাই কায়েসারিউস শুরুতে বাড়িতে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন; পরে, অলঙ্কারশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে গ্রেগরি কায়েসারিয়া (আজকালের কাইসেরি), মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া ও শেষে এথেন্সে যান। এথেন্স-যাত্রাকালে তাঁর জাহাজ তীব্র ঝড়ের সম্মুখীন হলে আতঙ্কিত গ্রেগরি প্রভু যিশুর কাছে এমন প্রার্থনা নিবেদন করেন যে, প্রভু তাঁকে বিপদমুক্ত করলে তবে তিনি নিজের জীবনকে তাঁর সেবায় উৎসর্গ করে দেবেন। এথেন্সে থাকাকালে তিনি বাসিল নামক এমন সহপাঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করেন যিনি একসময়ে কায়েসারিয়ার বিশপ হবেন, এবং ফ্লাবিউস ক্লাউদিউস যুলিয়ানুস নামক আর এক সহপাঠীর পরিচয় পান যিনি একসময়ে হয়ে উঠবেন ‘ধর্মত্যাগী যুলিয়ানুস’ নামক রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট। সম্ভবত গ্রেগরি এথেন্সে থাকাকালেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (সেসময় বাপ্তিস্ম শিশুকালে বা বাল্যকালে নয়, যৌবনকালে বা পরিণত বয়সেই দেওয়া হত)।

৩৬১ সালে নাজিয়াঞ্জুসে ফিরে এসে পিতার ইচ্ছাক্রমে গ্রেগরি প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) পদে নিযুক্ত হন; তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, গ্রেগরি স্থানীয় খ্রিষ্টিয়ানদের দেখাশুনা করবেন। কিন্তু যুবা গ্রেগরি সন্ন্যাস জীবন যাপন করবেন বলে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন বিধায় পিতার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তেমন পিতৃ ব্যবহার ‘স্বৈরাচারী

আচরণ' বলে গণ্য করেন। কিছু দিন পর বাড়ি ছেড়ে তিনি আন্নেসোই নামক স্থানে বন্ধু বাসিলের সঙ্গে দেখা পেয়ে তাঁর সঙ্গে সেই স্থানে সন্ন্যাসী হিসাবে দিন কাটান। তথাপি বাসিল তাঁকে বাড়ি ফিরে গিয়ে পিতার সহায়তা করতে প্রেরণা দিলে গ্রেগরি সম্মত হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে এক বছর ধরে পিতার ধর্মীয় পরিচালনায় যোগ দেন। কিন্তু তিনি নাজিয়াঞ্জুসের স্থানীয় মণ্ডলীকে ঐশতাত্ত্বিক তর্কাতর্কির কারণে বিভক্তই পান, এমনকি তাঁর নিজের পিতাকেই স্থানীয় সন্ন্যাসীদের দ্বারা ভ্রান্তমত অভিযোগে অভিযুক্ত পান। তিনি সময়মত তেমন ধর্মীয় বিচ্ছেদ প্রশমিত করে সবার মধ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

একই সময়ে খ্রিষ্টিয়ান সম্রাট যুলিয়ানুস নিজেকে খ্রিষ্টধর্ম বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। সম্রাটের বিশ্বাসত্যাগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গ্রেগরি ৩৬২ ও ৩৬৩ সালে ক'টা বক্তৃতা রচনা করেন যা দ্বারা তিনি এমনটা ঘোষণা করেন যে, খ্রিষ্টমণ্ডলী যুলিয়ানুসের মত ত্রুটিযুক্ত শাসকদের, ভালবাসা ও ধৈর্যের মাধ্যমে জয় করবে। ভালবাসা ও ধৈর্য ভিত্তিক এই যে প্রক্রিয়া গ্রেগরি উপস্থাপন করেন, তা সেই θέωσις (থেওসিস) অর্থাৎ সেই ঈশ্বরীকরণ প্রক্রিয়া-প্রকাশ যা মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নে ও ঈশ্বরের সঙ্গে μυστικός (মিস্তিকোস) তথা রহস্যময় মিলনে চালনা করে।

৩৬২ সালের শেষের দিকে সম্রাট যুলিয়ানুস গ্রেগরিকে ও অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ান সমালোচকদের বিচার করবেন বলে মনস্থ করেন, কিন্তু পরবর্তী সালে তিনি পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে মারা যান। সম্রাটের মৃত্যুতে গ্রেগরি ও মধ্যপ্রাচ্যের মণ্ডলীগুলো সেই নির্যাতনের হুমকি এড়ায়, যেহেতু ইওবিয়ানুস নামক নতুন রোম সম্রাট ছিলেন খাঁটি খ্রিষ্টভক্ত ও মণ্ডলীর সমর্থক।

এসময় থেকে সাধু গ্রেগরি কয়েক বছর ধরে সেই আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে সংগ্রাম করেন যারা কাপ্পাদোকিয়া প্রদেশ দু' ভাগে বিভক্ত করার হুমকি দিচ্ছিল। তাই তিনি ও বন্ধু বাসিল দু'জনে মিলে প্রকাশ্যে ও মুক্তকণ্ঠে শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে কায়েসারিয়া মণ্ডলীকে আরিউসপন্থী প্রচারকদের ভ্রন্তমত থেকে রক্ষা করে চলেন। এ বাক্ প্রতিযোগিতায়, সম্রাটের প্রতিনিধির সাক্ষাতে, সাধু বাসিল জয়ী বলে প্রতিপন্ন হন, এবং ৩৭০ সালে তাঁকে কাপ্পাদোকিয়ায় স্থিত কায়েসারিয়ার বিশপ পদে নিযুক্ত করা হয়।

৩৭২ সালে, বিশপ বাসিল গ্রেগরিকে সাসিমা ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। গ্রেগরি যেমন একসময় পিতার 'স্বৈরাচারী আচরণে' বিরক্তি বোধ করেছিলেন, তেমনি এবারও শক্তমনা বন্ধু বাসিলের 'অত্যাচারী আচরণে' অসন্তুষ্ট হন। যাই হোক, সাসিমা অঞ্চলের লোকদের বিরোধিকার কারণে তিনি সাসিমায় কখনও প্রবেশ করতেও পারেন না।

৩৭২ সালের শেষের দিকে তিনি নাজিয়াঞ্জুস ধর্মপ্রদেশ পরিচালনায় মরণমুখী পিতাকে সহায়তা করতে সেখানে ফিরে যান এবং বিশপ বাসিলের আপত্তিতেও কান না দিয়ে সহকারী বিশপ পদে নাজিয়াঞ্জুস ধর্মপ্রদেশ চালনা করে চলেন।

৩৭৪ সালে তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পরে গ্রেগরি নাজিয়াঞ্জুস ধর্মপ্রদেশ পরিচালনা করতে থাকেন কিন্তু সেটার বিশপ পদ গ্রহণ করে নিতে সম্মত হন না, এবং ৩৭৫ সালের শেষের দিকে সেলেউকিয়ায় অবস্থিত একটা সন্ন্যাস আশ্রমে তিন বছর কাটান। ঠিক একালের শেষে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশপ বাসিল মৃত্যুবরণ করেন, এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে না পারলেও তবু বাসিলের ছোটো ভাই তথা নিসার বিশপ গ্রেগরির কাছে সমবেদনা-পত্র লিখে পাঠান।

একই সময়ে, সেই ৩৭৮ সালে, খ্রিষ্টধর্ম বিরোধী রোম সম্রাট বালেন্সের মৃত্যুতে নিকেয়া মহাসভার নির্ভুল ধর্মতত্ত্বের সমর্থক সম্রাট ১ম থেওদোসিউস রাজপদ গ্রহণ করলে, যে সমস্ত বিশপ আরিউসপন্থী সম্রাটের আদেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁরা যে যার ধর্মপ্রদেশে ফিরে এসে খাঁটি খ্রিষ্টবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্মে যোগ দেন। তেমন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্মের মধ্যে মুখ্য বিষয় ছিল রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিস ভ্রান্তমতমুক্ত করা। আন্তিওখিয়ায় সম্মিলিত বিশপগণ তেমন কর্মের জন্য গ্রেগরির নাম প্রস্তাব করেন। এতে তত খুশি না হয়েও তিনি দায়িত্ব মেনে নেন ও সেখানে গিয়ে, আপন জ্ঞাতি-ভগিনী থেওদোসিয়ার দান করা উদ্যানবাটিকা সাথে সাথে একটা গির্জায় পরিণত করে সেটার নাম দেন 'αναστασία' (আনাস্তাসিয়া) তথা পুনরুত্থান ওরফে নির্ভুল বিশ্বাসেরই পুনরুত্থান। এবং সময় নষ্ট না করে তিনি এ ক্ষুদ্র গির্জায় ত্রিত্ব সংক্রান্ত নিকেয়া মহাসভার শিক্ষা প্রচার করেন যা অনুসারে তিন হিপোস্তাসিস তথা পিতা হিপোস্তাসিস, পুত্র হিপোস্তাসিস ও পবিত্র আত্মা হিপোস্তাসিস মিলে এক-ঈশ্বর ('হিপোস্তাসিস' শব্দ-ব্যাখ্যার জন্য সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ' পুস্তক দ্রষ্টব্য ; সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'হিপোস্তাসিস' এর অর্থই অস্তিত্বশীলতা)। সেই উপলক্ষেই তাঁর বাগ্মিতার জন্য তাঁকে

সেই ‘ὁ Θεολόγος’ (হো থেওলোগোস - ঐশতত্ত্ববিদ) আখ্যা দেওয়া হয় যা আজও স্বীকৃত। বিশপ গ্রেগরির উপদেশে বহুসংখ্যক শ্রোতা আনাস্তাসিয়া-পুনরুত্থান গির্জায় সম্মিলিত হলে বিপক্ষ ভ্রান্তমত আরিউসপন্থী দল একজোট হয়ে ৩৭৯ সালের পাস্কা-নিশিজাগরণি ধর্মানুষ্ঠান কালে বল প্রয়োগে প্রবেশ করে গ্রেগরিকে আহত করে ও অন্য এক বিশপকে হত্যা করে। বিশপ গ্রেগরি সেই দলের আক্রমণ এড়াতে পারলেও তবু একই সময় মাক্সিমুস নামক তাঁর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে নিজেকেই কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ পদে নিযুক্ত করাতে ষড়যন্ত্র করেন। মনে আঘাতগ্রস্ত হয়ে বিশপ গ্রেগরি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি পদত্যাগ করবেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত খ্রিষ্টভক্তগণ তাঁকে থাকতে সম্মত করে সেই মাক্সিমুসকে দূর করে দেয়। ব্যাপারটা অনেক দিন ধরে অমিমাংসিত হয়ে দাঁড়ায় যে পর্যন্ত সম্রাট নিজে এসে গ্রেগরিকে শহরের বৈধ বিশপ বলে নিযুক্ত করেন।

গোটা রোম সাম্রাজ্যকে নিকেয়া মহাসভার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী একত্রিত করার ইচ্ছায় এবং বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে সম্রাট থেওদোসিউস একটা মহাসভা আহ্বান করতে সিদ্ধান্ত নেন। খ্রিষ্টীয় জগৎকে একত্রিত করার লক্ষ্যে বিশপ গ্রেগরিও একই অভিমত পোষণ করেন। তাই ৩৮১ সালে, মে মাসে, কনস্তান্তিনোপলিসে একটা বিশ্বজনীন মহাসভা আহ্বান করা হয়; আর সেই অনুসারে রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশের ১৫০জন বিশপ সেই মহাসভায় যোগ দেন। মহাসভার সভাপতি বিশপ মেলেতিউসের মৃত্যুর পরে মহাসভাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব-ভার বিশপ গ্রেগরিকে দেওয়া হয়। পশ্চিমা মণ্ডলীগুলোকে প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে পুনর্মিলিত করার আশায় তিনি বিশপ পাউলিনুসকে আন্তিওখিয়ার পাত্রিয়ার্খ পদে মনোনীত করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ইতিমধ্যে, মহাসভা চলাকালে, মিশর ও মাকিদনিয়ার বিশপগণ এসে পৌঁছোন; এঁরা একসময় মাক্সিমুসের বিশপ-নিয়োগ সমর্থন করেছিলেন, এবং এবার গ্রেগরিকে কনস্তান্তিনোপলিস মণ্ডলীর বিশপ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছিলেন যেহেতু তাঁদের মতে সাসিমা ধর্মপ্রদেশ থেকে গ্রেগরির স্থানান্তর অবৈধ হয়েছিল।

তাতে শারীরিক দিক দিয়ে পরিশ্রান্ত গ্রেগরি মনে করেন, তিনি বিশপদের ও সম্রাটের আস্থা হারিয়ে ফেলছেন; সুতরাং, নিজের বিষয়টার উপর জোর দেওয়ার ফলে মণ্ডলীর মধ্যে আরও বেশি বিভেদ ঘটাবার ঝুঁকি এড়াবার জন্য তিনি কনস্তান্তিনোপলিস মণ্ডলীর বিশপ-পদ ত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন; সেই উপলক্ষে তিনি বলেন,

‘আমাকে নবী যোনার মত হতে দেওয়া হোক: যখন আমিই এ বিবাদের কারণ, তখন জাহাজ বাঁচাবার লক্ষ্যে আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে সম্মত। আমাকে ধরে বাইরে ফেলে দেওয়া হোক। যে ধর্মাসনে আরোহণ করতে আমি খুশি ছিলাম না, তা থেকে স্বচ্ছন্দেই অবরোহণ করব।’ তাঁর এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত সবাই অবাক হন, কিন্তু তিনি মর্মস্পর্শী কথা বলার পর সম্রাটকে তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান; তাঁর কথায় বিগলিত হয়ে সম্রাট তাঁর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন ও তাঁর পদত্যাগ আবেদন গ্রহণ করেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিদায়-বাণী দেওয়ার পর চলে যান।

মাতৃভূমি কাপ্পাদোকিয়ায় ফিরে এসে তিনি নাজিয়াঞ্জুস মণ্ডলীর বিশপ পদ পুনরায় গ্রহণ করেন, কিন্তু এক দুই বছরের মধ্যে অনুভব করেন, বিশপীয় কর্মকাণ্ড তাঁর পক্ষে অতি ভারী, তাই তিনি ৩৮৪ সালে নির্জন স্থানে চলে যান, এবং আপন পিতৃসম্পদে, নিজের জন্মস্থান সেই আরিয়াঞ্জুসেই, আরও ছ’ বছর কাটাবার পর ২৫শে জানুয়ারী ৩৯০ সালে প্রাণত্যাগ করেন।

সাধু গ্রেগরির লেখাসমূহ

সাধু গ্রেগরি ঐশতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ অবদান রেখে গেলেন তা ত্রিত্ব-তত্ত্ব সংক্রান্ত, বিশেষভাবে পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত তত্ত্ব। পিতা ও পবিত্র আত্মার মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য, সুসমাচারের বাণী ভিত্তি ক’রে তিনিই প্রথম ἐκπρόρευσις (একপ্ররেউসিস - [বের হয়ে] অগ্রগমন) শব্দটা প্রবর্তন করেন যা অনুসারে পবিত্র আত্মা পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন (যোহন ১৫:২৬ দ্রঃ) তথা অগ্রগমন করেন; এবিষয়ে তিনি বলেন, ‘পবিত্র আত্মা সত্যিকারে সেই আত্মা যিনি পিতা থেকে নির্গত বটে, কিন্তু পুত্র যেভাবে প্রজনন দ্বারা পিতা থেকে নির্গত সেইভাবে নয়, বরং অগ্রগমন দ্বারাই তিনি নির্গত।’ তাঁর এ ধারণা কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভায় গৃহীত হয় ও পরবর্তী ঐশতাত্ত্বিক গবেষণায় আরও বৃদ্ধি লাভ করে।

যিশু সম্পর্কে তিনি এটার উপর জোর দেন যে, যখন তিনি মানুষ হলেন তখন ঈশ্বর হওয়ায় শেষ করলেন না, এবং যখন মানবস্বরূপ ধারণ করলেন তখন নিজের ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটাও হারালেন না; তিনি আরও ঘোষণা করলেন, খ্রিষ্ট সব দিক দিয়ে মানুষ ছিলেন, তাঁর আত্মাও সম্পূর্ণরূপে মানবীয় ছিল; এবং তিনি পবিত্র

আত্মার অনন্তকালীন অস্তিত্ব ঘোষণা করেন; এবিষয়ে তিনি বলতেন, পুরাতন নিয়ম কালে পবিত্র আত্মার কর্মকান্ড কেমন যেন গুপ্তই ছিল, কিন্তু প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণের পর ও পঞ্চাশত্তমী পর্বে পবিত্র আত্মার অবতরণের পর তাঁর সেই কর্মক্রিয়া আরও বেশি প্রকাশ্য হল।

যারা আরিউসপন্থীদের ভ্রান্তমত অনুসারে বলত, পুত্র পিতার বৈসদৃশ, এবং আরিউসপন্থীদের একটা উপদলের যে সদস্যরা বলত, পুত্র পিতার সদৃশ, তাদের বিপক্ষে, নিকেয়া-মহাসভার শিক্ষা অনুসারে তিনি সাধু বাসিল ও নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির সঙ্গে এটা সমর্থন করেন, পুত্র পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী।

তিনি আপোল্লিনারিউস-পন্থীদের বিপক্ষেও ক'টা পত্র লেখেন (পরিশিষ্ট দ্রঃ)।

ঐশত্রিত্ব সংক্রান্ত ঐশতত্ত্বে কাপ্পাদোকীয় এ পিতৃত্রয়ের অবদান অনস্বীকার্য; তাঁরাই সেই 'হিপোস্তাসিস' ধারণা উপস্থাপন করলেন যা দ্বারা তিন 'হিপোস্তাসিস' (অস্তিত্বশীলতা বা সহজ ভাষায়, ব্যক্তি) মিলে এক-ঈশ্বর; তাঁরাই দেখালেন কেমন করে যিশু হলেন পিতার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ, এবং সেই θέωσις (থেওসিস) ধারণা ব্যাখ্যা করলেন যা অনুসারে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ ঐশ্বরিক নমুনা সেই মাংস-হওয়া-খ্রিষ্টের অনুকরণে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হতে পারে।

সাধু গ্রেগরির বৃহৎ লেখাসমূহের মধ্যে বহুবিধ উপদেশ, স্মরণিকা-বাণী খাঁটি বিশ্বাস-রক্ষার্থে নানা উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতা, ধর্মীয় নানা পদ্য রচনা ও ২৪৫টা ধর্মপত্র উল্লেখযোগ্য।

তাঁর রচনাভাণ্ডার থেকে এ পুস্তকে শুধু কয়েকটা লেখা আংশিকভাবে উপস্থাপিত।

নাজিয়াঞ্জুসের পবিত্রজনদের জন্য বিশপ

আমাদের পিতা গ্রেগরির

বাছাইকৃত লেখা

সূচীপত্র

খ্রিষ্টীয় চেতনা অনুযায়ী মনোভাব ও আচরণ

(উপদেশ, ১৪:২০-২৫, ৩৮, ৪০)

৩৬৮-৩৭২ সালের মধ্যে, কায়েসারিয়াতে একটা কুষ্ঠরোগী-হাসপাতাল নির্মাণ করার কথা ছিল। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই সাধু গ্রেগরি 'গরিবদের প্রতি ভালবাসা' নামক এ উপদেশ দেন।

প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক (যেরে ৯:২৩); প্রজ্ঞা কি বল কি ধনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেও নয়। তাছাড়া আমি সমরূপ কথাও যোগ করে দিতাম যেমন, বিখ্যাত ও খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ নিজের গৌরব নিয়ে যেন গর্ব না করে, স্বাস্থ্যবান মানুষও নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে নয়, সুন্দর মানুষও নিজের সৌন্দর্য নিয়ে নয়, যুবকও নিজের যৌবন নিয়ে নয়: এক কথায়, এমন গর্বিত ও অসার মানুষ যেন না থাকে, যে তাতেই গর্ব করে যা সাংসারিক মানুষের কাছে প্রশংসার বস্তু। কিন্তু যে গর্ব করে, এই একটামাত্র জিনিস নিয়ে গর্ব করুক যে, সে ঈশ্বরকে জানে ও তাঁর অন্বেষণ করে; এবং হতভাগাদের রিপু বিষয়ে দুঃখ করে সে ভাবী জীবনের জন্যই পুণ্য কিছুটা সঞ্চয় করুক। কেননা অন্য সব কিছু অস্থায়ী ও ভঙ্গুর, এবং ঝিল-খেলার মত সেই সমস্ত কিছু একে অন্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে পরের হাতেই পড়ে। একই প্রকারে, কারও এমন সম্পদ নেই যা কালের স্রোতে নিঃশেষিত না হয় বা একদিন—আহা, মালিকের কেমন দুঃখ!—পরেরই সম্পদ

না হয়। ঈশ্বরজ্ঞান ও তাঁর অন্বেষা কিন্তু এমন কিছু যা নিশ্চিত ও স্থিতমূল, কখনও নিঃশেষিত হয় না, ফুরিয়েও যায় না; এগুলিতেই যারা প্রত্যাশা রাখে, তারা কখনও আশাভ্রষ্ট হবে না।

তাছাড়া আমার মনে হয় যে, এ পৃথিবীতে যেহেতু কোন মঙ্গল স্থায়ী ও স্থিতমূল নয়, যেহেতু স্রষ্টা-বাণী ও মানবীয় মনের অতীত সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সুবুদ্ধির সঙ্গে সৃষ্ট যত বস্তু আমাদের আশাভ্রষ্ট করে ফেলে, আবার যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমস্ত কিছু একরূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়, একবার উপরে আর একবার নিচে চলে যায়, আবার উল্ট পাল্টও হয়ে যায় ও সেগুলো হাতে পাবার আগেও দূরে পালিয়ে যায় বা ফুরিয়েও যায়, তখন এ সমস্ত কিছুর অস্থায়িত্ব ও অস্থিরতা লক্ষ করেই আমরা ভাবী জীবন-বন্দরের দিকে যেতে আকর্ষিত হই। বর্তমান সমৃদ্ধি ভঙ্গুর ও অস্থায়ী হলেও আমরা যখন তার কাছে একপ্রকারে শৃঙ্খলিত, ও অসার ধনবৃদ্ধির জন্য আমরা যখন এমন শোচনীয় দাসত্বের অধীন হই যে, বর্তমান বস্তুর চেয়ে মঙ্গলকর ও মূল্যবান কিছু থাকতে পারে তাও কল্পনা করতে পারি না, তখন বর্তমান সমৃদ্ধি যদি স্থায়ী হত তবে আমরা কী করতাম? অথচ আমরা বারবার শুনি ও বলি, এমনকি অধিক সমর্থন করি যে, হ্যাঁ, আমরা সেই ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি যিনি স্বর্গে বাস করেন ও সেইখানে আমাদের পুনরায় আকর্ষণ করেন!

যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক, তবে বুঝতে পারবে (সাম ১০৭:৪৩)। অস্থায়ী বস্তু কেইবা অবহেলা করবে? পরিবর্তনশীল বস্তুর দিকে কেইবা নজর রাখবে? এমন কেউ কি আছে, যে বর্তমান বস্তুগুলো অস্তিত্বহীন বলে গণ্য করবে? সত্যিই ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঐশবাণীর খড়্গ দ্বারা অমঙ্গল থেকে মঙ্গল নির্ণয় ক'রে ও ভাগ ভাগ ক'রে ধন্য দাউদের কথামত *পুণ্য যাত্রার জন্য নিজ অন্তরে প্রস্তুতি নেয়* (সাম ৮৪:৬), এবং এ অশ্রুময় সংসার যথাসাধ্য ত্যাগ করতে চেষ্টা ক'রে ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে, ও খ্রিস্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করে ও অস্থায়ী ও অসার নয় এমন জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানেই আরোহণ করে যেখানে সাপের মাথা নিষ্পেষিত হয়েছে বিধায় সাপ যাত্রাপথে কাউকে কামড়াতে পারে না, কারও পাদমূলেও চালাকি খাটাতে পারে না। সেই ধন্য মিখা নিজেও ব্যাপারটা

ভেবে দে’খে ও সাপজাতীয় সমস্ত জীব ও তাদের সকলকেও অবজ্ঞা ক’রে যারা কেবল চেহারায়ই ধার্মিক, বলে ওঠেন, *এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠি। ওঠ, এখান থেকে চলে যাও, কারণ এ স্থান আর বিশ্রামস্থান নয়* (মিখা ৪:২; ২:১০)। এবাণী মুটামুটি সেই বাণীরই মত, যা আমাদের উদ্দেশ করে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা উচ্চারণ করেন: *ওঠ, এখান থেকে চলে যাই* (যোহন ১৪:৩১)। একথা বলে তিনি সেকালের শিষ্যদের সেস্থান থেকে শুধু নয়, তিনি বরং সর্বকালের মত তাঁর সকল শিষ্যকে পৃথিবী থেকে ও পার্থিব মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন যেন স্বর্গের দিকে ও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই তাদের নিয়ে যেতে পারেন।

সুতরাং এসো, আমরা ঐশবাণীর অনুসরণ করি; এসো, সেই বিশ্রামস্থানের অন্বেষণ করি; এসো, এজীবনের ধনসম্পদ ও অভিলাষ অবজ্ঞা করি; এবং সেই কিছুতেই মাত্র ধনবান হই যা সেগুলির মধ্যে মঙ্গলকর: অর্থাৎ কিনা, স্বর্গীয় মঙ্গল লাভে ধনবান হবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ গরিবদের দিয়ে, এসো, অর্থদানে নিজেদের আত্মার পরিত্রাণ সাধন করি।

(...)

তোমার অস্তিত্ব, প্রাণবায়ু, বিচারশক্তি, বুদ্ধি ও বিশেষভাবে ঈশ্বরজ্ঞান, স্বর্গরাজ্যের আশা, সেই গৌরব যা আপাতত আয়নায়ই যেন ও ঝাপসাভাবে, কিন্তু একদিন পরিপূর্ণ ও পবিত্রতম ভাবে দর্শন করবে, এসব কিছুর উৎপত্তি স্বীকার কর; আবার তুমি যে ঈশ্বরের সন্তান, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী, এমনকি—সাহসের সঙ্গে যদি কথা বলতে পারি—তুমি নিজেও যে ঈশ্বর হয়ে উঠেছ, তাও স্বীকার কর! এসব কিছু কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে তোমার কাছে আসে?

আর যদি এমন কিছুর কথা বলি যা আমাদের চোখে নিম্ন ধরনের, তবে কার সহায়তা ও উপকারিতা গুণে তুমি দেখতে পাও আকাশের সৌন্দর্য, সূর্যের দৌড়, চাঁদের চক্র, তারকারাজির দুর্জ্ঞেয় সংখ্যা, আর সেই সুসম্পর্ক ও সুনীতি যা সেতারের মধুর সুরের মতই যেন এসব কিছুর মধ্যে উজ্জ্বল?

কে তোমাকে দান করলেন বর্ষা, ভূমির উর্বরতা, খাদ্য, শিল্পকলা, বাসস্থান, বিধিনিয়ম, দেশের প্রশাসন, আনন্দপূর্ণ জীবন, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্প্রীতি?

কেনই বা কোন কোন প্রাণী গৃহপালিত ও তোমার বশ্যতা স্বীকার করে, আর কোন কোন প্রাণী খাদ্য হিসাবে তোমাকে দেওয়া হয়?

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর উপরে কে তোমাকে প্রভু ও রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন? আর কেইবা তোমাকে দান করলেন সেই বিশেষ বিশেষ গুণ যার ফলে তুমি অন্য সমস্ত প্রাণীর উপরে শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠেছ?

তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যিনি এখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের প্রতি ও প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রত্যাশা করেন? আমাদের কি এতই স্পর্ধা থাকবে যে, তাঁর কাছ থেকে তেমন কিছু পেয়ে ও আরও কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁকে এ দান অর্পণ করব না? ঈশ্বর ও প্রভু রূপে তিনি যখন আমাদের দ্বারা পিতা বলে অভিহিত হতে কুণ্ঠিত নন, তখন আমরা কি আমাদের ভাইবোনদের অস্বীকার করব?

আমার ভাই ও বন্ধু সকল, এসো, সাবধান থাকি, সতর্কই থাকি, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় যা আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তা অপব্যবহার না করি, পাছে পিতরের সেই বাণী শুনি, 'লজ্জা তোমাদের, যারা পরের জিনিস নিজের কাছে রাখছ; তোমরা বরং ঈশ্বরের ন্যায্যতার অনুকরণ কর, তবেই আর কেউই গরিব হবে না!'

এসো, আমরা যেন সম্পদ বাড়াতে ও রক্ষা করতে পরিশ্রম না করি, যখন অন্যরা অভাবেই পরিশ্রান্ত! পাছে নবী আমোসের সেকালের তিক্ত ভর্ৎসনা-বাণী আমাদেরই বেলায় খাটে যখন তিনি বললেন, *হায় রে তোমরা যারা বল, অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে? শাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গোলাঘর খুলতে পারি?* (আমোস ৮:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য)।

এসো, আমরা ঈশ্বরের সর্বোত্তম ও সর্বপ্রথম নিয়ম অনুকরণ করি, যিনি ধার্মিক অধার্মিকদের উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন, আবার সকলের জন্যই সূর্য জাগান; সকল বন্য পশুর কাছে ভূমি, জলের উৎস, নদনদী, বন ও পাখিদের জন্য আকাশ ও জলচর প্রাণীদের জন্য জল ব্যবস্থা করেন—তিনি তো বিনাশর্তে, বিনামূল্যে, নিশ্চিন্তে, মুক্তহস্তেই সকলের কাছে জীবনের যত প্রাথমিক উপায় নিবেদন করেন; পূর্ণ মাত্রায়, প্রচুর পরিমাণেই সাধারণ যত প্রয়োজনের যা কিছু উপকারী সকলেরই জন্য সুব্যবস্থা করেন;

এমন কিছু থাকবে যা আংশিক অভাবেও ভুগবে, তিনি তা নিরূপণ করেননি; তিনি বরং এক একটা জিনিসের প্রয়োজন অনুসারেই উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা করলেন, যাতে সবকিছুতেই নিজের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করতে পারেন।

(…)

শাস্ত্রে বলে, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (মথি ৫:৭)। দয়া সুখ-বাণীর তালিকার শেষ স্থানে নয়! একথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যে নিঃস্ব ও গরিবের কথা চিন্তা করে* (সাম ৪১:২ দ্রঃ); আবার এ কথাও আছে, *সুখী সেই মানুষ, যে দয়া করে, করে ঋণদান* (সাম ১১২:৫); আবার অন্য স্থানে লেখা আছে, *ধার্মিক মানুষ সারাদিন দয়া করে, করে ঋণদান* (সাম ৩৭:২৬)। এসো, আমরা তেমন 'সুখী' উক্তি নিজেদের জন্য অর্জন করি, মমতাপূর্ণ হতে চেষ্টা করি, মঙ্গলকারী হই। রাত্রিও যেন তোমার দয়াকর্ম বন্ধ না করে; তুমি যেন না বল, 'এবার যাও, আবার এসো, কালকে তোমাকে সাহায্য করব।' তোমার সঙ্কল্প ও দয়াকর্ম-বাস্তবায়নের মধ্যে যেন অন্য কিছুই না থাকে। দয়া কোন ইতস্ততকে স্থান দেয় না।

ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও (ইশা ৫৮:৭ দ্রঃ); তেমন কাজ আনন্দ ও তৎপরতার সঙ্গেই সাধন কর। প্রেরিতদূত বলেন, *যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক* (রো ১২:৮); তবেই উপকারিতার ফলে তুমি যে আশীর্বাদ পাবে, তা তোমার তৎপরতা ও দ্রুততার জন্য শতগুণ বৃদ্ধি পাবে; কেননা যা কিছু বাধ্য হয়ে ও বিষণ্ন মুখে দান করা হয়, তা গ্রহণীয় নয়, প্রশংসনীয়ও নয়।

যখন দয়াধর্ম দেখাই, তখন আমাদের শোকাচ্ছন্ন নয়, আনন্দিতই হতে হবে। তুমি সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাত, অর্থাৎ নিকৃষ্টতা ও ভেদাভেদ, আর শুধু তা নয়, যত দ্বিধাবোধ ও সমালোচনা দূরে রাখলে, তবে তোমার কী হবে? আহা, কী মহান ও বিস্ময়কর কাণ্ড! তোমার কী অপ্রত্যাশিত পুরস্কার! *তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে* (ইশা ৫৮:৮)। এমন কেউ আছে কি, যে আলো ও সুস্থতা প্রত্যাশা করে না?

সুতরাং, হে খ্রিস্টের সেবক, ভাইবোন ও সহউত্তরাধিকারী, তোমরা যদি আমার কথা গ্রহণযোগ্য মনে কর, তাহলে যতক্ষণ সম্ভব, এসো, খ্রিস্টের সঙ্গে দেখা করতে যাই, খ্রিস্টের সেবা করি, খ্রিস্টকে খেতে দিই, খ্রিস্টকে পোশাক পরাই, খ্রিস্টকে ঘরে স্থান দিই, খ্রিস্টকে সম্মান করি—সেই কয়েকজনের মত কেবল ভোজ সাজিয়ে নয়, মারীয়ার মত কেবল লেপন দিয়েও নয়, আরিমাথেয়ার যোসেফের মত কেবল সমাধি ব্যবস্থা করেও নয়, নিকোদেমের মত যিনি শুধু আংশিকভাবেই তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর মত সমাধি সংক্রান্ত জিনিস ব্যবস্থা করেও নয়, পন্ডিতগণ যেভাবে আগে করেছিলেন তাঁদের মত সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস অর্পণ করেও নয়; বরং যেহেতু নিখিলের প্রভু বলিদান নয়, দয়াই চান, যেহেতু অসংখ্য মোটা-সোটা মেষের চেয়ে দয়াই মূল্যবান, সেজন্য এসো, যারা গরিব, যারা আজ মাটি পর্যন্ত অবসন্ন, তাদের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের কাছে সেই দয়াই অর্পণ করি, যাতে যখন এজগৎ ছেড়ে চলে যাব, তখন তারা অনন্ত তাঁবুতে আমাদের স্থান দিতে পারে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিস্টেরই সাহচর্যে যাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন!

পবিত্র বাপ্তিস্ম

(উপদেশ, ৪০:১০, ৪৬)

এ উপদেশ কনস্তান্তিনোপলিসে, ৩৮১ সালে, ৬ই জানুয়ারীতে তথা প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব উপলক্ষে দেওয়া উপদেশ। সেসময়ে বড়দিন বলে পরিচিত 'যিশুর জন্মোৎসব' প্রচলিত ছিল না; প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্বই ছিল পাস্কা-মহাপর্বের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বোৎসব: সেদিনে প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলী যর্দন নদীতে প্রভুর বাপ্তিস্ম স্মরণ করত।

মহাপর্বের পরবর্তী দিনটা 'আলো দিবস' বলে অভিহিত ছিল, কারণ সেদিনে প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হত। বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত গ্রহণকারীদের অন্তরে ঐশআলো সঞ্চার করে বিধায় বাপ্তিস্মের অপর নাম ছিল 'আলোকীকরণ', এবং এ উপলক্ষে প্রার্থীরা এক একজন একটা বাতি হাতে বহন করত।

যদি বাপ্তিস্মের পরে আলোর নির্যাতক সেই প্রলুব্ধকারী তোমাকে আক্রমণ করে, আর অবশ্যই সে তোমাকে আক্রমণ করবে,—কেননা মাংসে নিহিত আমার ঈশ্বরের বাণীকে, অর্থাৎ মানবতায় আবৃত স্বয়ং আলোকেও সে পরীক্ষা করেছে—তুমি তো জান কীভাবে তাকে পরাজিত করতে হয়: সংগ্রাম ভয় করো না! তার সামনে প্রতিবন্ধ হিসাবে জল দাঁড় করাও, সেই আত্মাকেই দাঁড় করাও যাঁর মধ্যে সেই দুর্জনের সমস্ত অগ্নিময় তীর ধ্বংসিত হবে।

সে যখন তোমার দীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—খ্রিষ্টের বেলায়ও তা করতে দ্বিধা করেনি যখন তাঁর ক্ষুধা স্মরণ করিয়ে দিল যাতে তিনি পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত করেন—তখন প্রভুর উত্তর স্মরণ কর। সে যা জানে না, তা তাকে শেখাও; প্রতিবন্ধ হিসাবে তুমি সেই জীবন-বাণী দাঁড় করাও যে বাণী স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি ও জগৎকে জীবন দান করে। সে যখন অসার গর্ব দ্বারা তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে চায়—খ্রিষ্টের বেলায়ও তাই করল যখন তাঁকে মন্দিরের সর্বোচ্চ মিনারে নিয়ে গিয়ে বলল, *ঝাঁপ দিয়ে পড়* (মথি ৪:৬), যাতে তোমার ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়—তখন তুমি গর্ব দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দিয়ো না। এতে তোমাকে পরাজিত করলে সে এ পর্যায়ে

থামবে না; কেননা সে তৃপ্তির অতীত, সে সবকিছুই কামনা করে; মঙ্গলময়তার ছদ্মবেশেও সে প্রতারণা করে, ও যা ভাল তা মন্দে নিমজ্জিত করে: এই তো তার সংগ্রামের কায়দা!

সেই দস্যু শাস্ত্র খুবই ভাল জানে। এখানে সেই 'লেখা আছে' কথাটি রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু সেখানে দূতদের সঙ্গেই তো সম্পর্কিত; বস্তুত লেখা আছে, *তিনি তোমার জন্য আপন দূতদের আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন আপন হাতে তোমাকে তুলে বহন করেন* (লুক ৪:১০, ১১)। হে প্রবঞ্চনার ওস্তাদ, পরবর্তীতে যা লেখা আছে তুমি কেন তার উল্লেখ কর না? তুমি তার উল্লেখ না করলেও আমি তা ভালভাবেই বুঝি, কেননা লেখা ছিল: *হে চন্দ্রবোড়া ও কেউটে সাপ, আমি তোমার উপর পা দেব, আমি সাপ ও কাকড়া বিছে মাড়িয়ে যাব* (সাম ৯১:১৩ দ্রঃ)—বলা বাহুল্য, পরমত্রিত্বের রক্ষা ও শক্তি গুণেই তা করব।

তোমার চোখের সামনে এক নিমেষেই যত রাজ্যকে তার আপন রাজ্য বলে দেখিয়ে তোমার কাছে পূজা দাবি ক'রে সে যদি কৃপণতা দিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে, তাহলে তুমি তাকে বাজে পদার্থের মতই ঘৃণা কর। ক্রুশচিহ্ন দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে তুমি তাকে বল: আমিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি; তোমার মত আমি গর্বের জন্য স্বর্গীয় গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়েছি, এমন নয়; আমি তো খ্রিষ্টেই পরিবৃত; বাপ্তিস্মে খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন আমার উত্তরাধিকার: তুমিই বরং আমাকে পূজা করবে! বিশ্বাস কর, তেমন কথায় পরাজিত ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে সে সেই সকল আলোপ্রাপ্তজন থেকে দূরে সরে যাবে যেইভাবে আলোর আদিকারণ সেই খ্রিষ্ট থেকে দূরে সরে গেছিল।

যারা বাপ্তিস্মের শক্তি মেনে নেয়, বাপ্তিস্ম তাদের এ সমস্ত মঙ্গলদান মঞ্জুর করে। যারা প্রশংসনীয় ক্ষুধায় ভুগছে, বাপ্তিস্ম তাদের সামনে তৃপ্তিকর ভোজনপাট সাজায়।

(...)

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর তুমি মহাগির্জার সামনে থেমেছিলে: সেই থামাটা ভাবী জীবনের গৌরবের প্রতীক; তুমি যে সামসঙ্গীত গানে গানে গৃহীত হয়েছিলে, তা সেই সমবেত কণ্ঠের গানের পূর্বাভাস; যে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলে, তা সেই আলোর পূর্বদৃষ্টান্ত, যে আলোতে আমরা উজ্জ্বল কুমারীর মত বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রদীপ নিয়েই বর-খ্রিষ্টের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ব—পাছে এমনটি ঘটে যে, আমরা অলসতা ও শিথিলতা বশত নিদ্রাগত হলে ও আমাদের অজান্তে তিনিই অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েন যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় আছি, যার ফলে শুভকর্মের তেলের অভাবী হয়ে আমরা বাসর থেকে বঞ্চিত হই। কেননা আমি সেই দুঃখজনক ও লজ্জাকর ঘটনা কল্পনা করতে পারি: তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের রব উঠলেই তিনি এসে পড়বেন; আর তখনই বুদ্ধিমতী সকল প্রাণ নিজ নিজ উজ্জ্বল প্রদীপ ও প্রচুর খাদ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু যাদের তেল যথেষ্ট, অপর সকল প্রাণ তাদের কাছে তা অসময়ে চাইতে চাইতে অস্থির হয়ে উঠবে। তিনি কিন্তু শীঘ্রই প্রবেশ করবেন, ও তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিমতীরাও প্রবেশ করবে; কিন্তু যে যে বুদ্ধিহীন প্রাণ প্রদীপ ঠিক করার জন্য প্রবেশের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, তারা বঞ্চিত হয়ে ও নিজেদের অলসতা ও শিথিলতার ফলে কীবা হারিয়েছে তা অধিক দেরি করেই বুঝে হাহাকার করবে। তারা যতই যাচনা ও মিনতি করবে না কেন, বাসরে প্রবেশ করতে আর কখনও পারবে না, কারণ নিজেদের দোষেই প্রবেশাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করল।

আরও, তোমরা যেন তাদেরও মত না হও, যারা, উত্তম বরের জন্য উত্তম পিতা যে বিবাহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তাতে যোগ দিতে অসম্মত হয়েছিল কারণ সম্প্রতিকালে নিজেরাই বিবাহ করেছিল বা একখণ্ড জমি বা এক জোড়া বলদ সবেমাত্রই কিনেছিল। সেসময়ে গর্বোদ্ধত ও দাম্ভিকের জন্য স্থান থাকবে না, অলস ও শিথিলের জন্যও নয়; আর তার জন্যও নয়, যার পোশাক বিবাহোৎসবের অযোগ্য ও উপযুক্ত নয় —যদিও সে এ জীবনকালে নিজেকে সেই মর্যাদার যোগ্য বলে গণ্য করেছিল ও অসার প্রত্যাশায় নিজেকে প্রবঞ্চিত ক'রে অন্য সকলের মধ্যে অযথাই প্রবেশ করেছিল।

তারপর কী হবে? আমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করলে বর ভালই জানেন তিনি কী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন ও কেমন করে সেই আত্মাদের সঙ্গে বাস করবেন যারা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করেছে। আমি মনে করি, তিনি তাদের সঙ্গে বসে সর্বোচ্চ ও পবিত্রতম রহস্য প্রকাশ করবেন। আহা, এমনটি দেওয়া হোক, আমরা যারা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি ও তোমরা যারা শুনছ, এই আমরা সকলে যেন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টে তাদের সহভাগী হতে পারি! তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

- মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের প্রশংসায় -

দু'টো দেহ, একমাত্র আত্মা

(স্মরণিকা, ৪৩:১৫, ১৬-১৭, ১৯-২১)

সাধু গ্রেগরির ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাধু বাসিল ১লা জানুয়ারী ৩৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হতে পারেননি বলে গ্রেগরি দুঃখিত। যাঁকে তিনি নিজের জীবনের আদর্শ বলে মানতেন, অজানা কোন এক সময়ে জনগণের সাক্ষাতে তাঁর স্মরণার্থে এ সুন্দর স্মরণিকা-বাণী দেন।

সেসময়ে আমরা এথেন্সে ছিলাম: শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় একই মাতৃভূমির জলের উৎস ছেড়ে আমরা জলস্রোতেরই মত নানা অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম; এখন আমরা পুনরায় একসঙ্গে ছিলাম, আমাদের পারস্পরিক সম্মতির ফলেই বটে, কিন্তু আসলে ঐশপ্রেরণা ক্রমে।

সেসময়ে আমি আমার মহাপ্রাণ বাসিলের চালচলনের গাম্ভীর্য ও তাঁর কথোপকথনের পরিপক্বতা ও সুবুদ্ধি দেখে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতাম, আর শুধু তা নয়, যারা তাঁকে চিনত না, তাঁকে সেইমত শ্রদ্ধা করতে তাদেরও অনুপ্রেরণা দিতাম। তবু অনেকে আগে থেকেই তাঁকে ভালভাবে চিনতে ও শুনতে পেয়েছিল বিধায় ইতিমধ্যে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। এর ফলাফল কী? ফলাফল এটি ছিল যে, যারা শিক্ষালাভের জন্য এথেন্সে আসছিল, তাদের মধ্যে কেবল তিনিই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত ছিলেন, কেননা এমন সম্মান অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর স্থান সাধারণ শিষ্যদের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বেই ছিল। এ আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত; এ আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আকর্ষণ; তাতে দু'জনেই একে অন্যের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে লাগলাম।

সময় অতিবাহিত হলে আমরা যখন একে অন্যের কাছে আমাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা জানিয়ে বুঝতে পারলাম যে, প্রজ্ঞার ভালবাসাই ছিল দু'জনের অন্বেষা, তখন একজন অপরজনের জন্য সবই হয়ে উঠলাম: বন্ধু, সহযোগী, ভাই। একই সর্বোত্তমের

প্রতি প্রয়াসী ছিলাম, দিনে দিনে বৃদ্ধিশীল আগ্রহ ও গভীরতার সঙ্গে আমাদের সেই একই লক্ষ্য পালন করতাম।

আমাদের চালিত করত একই জানার আগ্রহ, যা সাধারণত সবকিছুর চেয়ে হিংসাপরায়ণ বস্তু; তবুও আমাদের মধ্যে কোন হিংসা ছিল না, প্রতিযোগিতাই বরং ছিল সম্মানের বস্তু। আমাদের প্রতিযোগিতা এরূপ ছিল: কে প্রথম হতে পারবে, তা নয়; কিন্তু কে অপরকেই প্রথম হতে দেবে।

মনে হচ্ছিল দু'টো দেহে যেন একমাত্র আত্মা। যদিও তাদেরই কথা বিশ্বাস করতে নেই যারা বলে সবকিছু সকলের মধ্যে বিরাজিত, তবু আমাদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাসযোগ্য, কেননা সত্যিকারেই একজন অপরজনের মধ্যে ও সঙ্গে ছিলাম। দু'জনের কাজ ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল পুণ্যের অর্জন: ভাবী প্রত্যাশায় আকৃষ্ট হয়ে জীবনযাপন করা, এ বর্তমান জীবন থেকে চলে যাওয়ার আগেও এসংসারে প্রবাসীর মতই যেন আচার-আচরণ করা—এ ছিল আমাদের স্বপ্ন। এজন্যই তো আমরা আমাদের জীবনাচরণে ঐশপ্রজ্ঞা-পথ ধরে চলতাম ও পুণ্যের প্রেমের দিকে একে অন্যকে প্রেরণা দিতাম। আর যখন আমি একথা বলি যে, এক একজন অপরের জন্য ছিলাম ভাল-মন্দ নির্ণয় ও বিচারমান, তখন কেউই যেন আমাদের উপর অযথা গর্ব আরোপ না করে।

অনেকে বংশসূত্রেই উপাধি পায়, অথবা আপন জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও মহাকীর্তির মধ্য দিয়ে তা লাভ করে; কিন্তু আমাদের বেলায় মহা বাস্তবতা ও মহাগর্ব এটি ছিল: খ্রিষ্টিয়ান হওয়া ও তা-ই বলে অভিহিত হওয়া।

পাস্কা-রহস্য

(উপদেশ, ৪৫:২৩-২৪)

দ্বিতীয় পাস্কা-উপদেশ বলে পরিচিত এ উপদেশ আরিয়াঞ্জুস গ্রামের গির্জায় দেওয়া হয়; আরিয়াঞ্জুস গ্রামের কাছে ছিল সাধু গ্রেগরির পিতৃসম্পদ; সেইখানে তিনি কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ দায়িত্ব থেকে অবসরপ্রাপ্তির পর, ৩৮৩ সালের শেষের দিকে, পরিশ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, ও সেইখানে, ৩৯০ সালে, মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই উপদেশটা ৩৮৩ ও ৩৯০ সালের মধ্যে দেওয়া হয়।

এ উপদেশে তিনি এটা বুঝিয়ে দেন, আমরা যে পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপন করি, তার উৎপত্তি পুরাতন নিয়মে হয়েছিল যখন ইস্রায়েলিয়েরা মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তাই সেই প্রথম পাস্কা পর্ব হল আমাদের এ পাস্কা পর্বের পূর্বপ্রতীক ও সেই অনুসারেই পালনীয়। তাই আমাদের পাস্কা পর্ব অর্থপূর্ণ করার জন্য প্রাচীন পাস্কার সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রভু যিশুর উপরে ও খ্রিষ্টীয় জীবনের উপরে আরোপ করা প্রয়োজন।

আমরা পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব, এখনও কিন্তু প্রতীকাকারে,—যদিও প্রতীকটা প্রাচীন বিধানের প্রতীকের চেয়ে স্পষ্টতর, কেননা প্রাচীন বিধানের পাস্কা আরও অন্ধকারময় প্রতীকে আচ্ছন্ন ছিল,—কিন্তু অল্পকাল পরে নিখুঁত ও উজ্জ্বলতর ভাবেই সেই পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব, অর্থাৎ তখন, যখন বাণী, যা এখন অপূর্ণাঙ্গ ভাবে দেখাচ্ছেন তা বিশদভাবে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে পিতার রাজ্যেই প্রকৃত পাস্কাভোজে বসবেন।

বস্তুতপক্ষে সেই পাস্কাভোজের পানীয় ও খাদ্যের কী রূপ, এবিষয়ে আমাদের ভূমিকা হল শেখা, বাণীর ভূমিকা হল শেখানো, আর তাঁর শিষ্যদের ভূমিকা হল সেই শিক্ষা সম্প্রদান করা। কেননা তাঁর শিক্ষা এমন খাদ্য, যা তাঁরই, যিনি আবার সেই খাদ্য দান করেন।

সুতরাং এসো, আমরাও বিধানের সহভাগী হই—বাহ্যিক দিক দিয়ে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবেই; আংশিকভাবে নয়, পরিপূর্ণভাবেই; ক্ষণিকের জন্য নয়, চিরকালেরই মত! রাজধানী হিসাবে পার্থিব যেরুশালেম নয়, সেই স্বর্গীয় মহানগরী বেছে নিই; অর্থাৎ যে

নগর এখন সেনাদল দ্বারা পদদলিত, সেটা নয়, বরং সেটাই যেটা স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রশংসিত ও বন্দিত।

আমরা যেন বলিরূপে নবীন বৃষ উৎসর্গ না করি, শিং-ক্ষুর থাকা মেষশাবকও নয়—এগুলো তো প্রায় মৃত্যুরই অধিকারভুক্ত ও বুদ্ধিহীন। আমরা বরং এসো, স্বর্গীয় বেদিতে স্বর্গদূতদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে সত্যকার স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করি। এসো, প্রথম পরদা ভেদ করে দ্বিতীয় পরদার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরম পবিত্রস্থানেই প্রবেশ করি। আরও, ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে, এসো, নিজেদেরই উৎসর্গ করি; এমনকি, প্রতিটি দিন নিজেদের ও নিজেদের যত গতি ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করি। কথা যেভাবে আভাস দেয়, এসো, ঠিক তাই করি: নিজেদের যন্ত্রণাগুলো ভোগের মধ্য দিয়ে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের অনুকরণ করি, নিজেদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে প্রভুর রক্তদান ভক্তি করি, প্রভুর সঙ্গে তৎপর হয়ে ক্রুশে আরোহণ করি।

তুমি কিরেনের শিমোন হলে, ক্রুশ তুলে প্রভুর অনুসরণ কর; তুমি সেই দস্যু হলে ও প্রভুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হলে, সৎমানুষের মত ঈশ্বরকে স্বীকার কর; তিনি যখন তোমার ও তোমার পাপের জন্য অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন, তখন তুমি তাঁর জন্য ধর্মপ্রাণ হও। তাঁকেই আরাধনা কর যিনি তোমার কারণে ঝুলানো; আর যদি দোষী হওয়ায়ই তুমি ক্রুশবিদ্ধ, তাহলে তোমার অপরাধ থেকে কল্যাণকর কিছু লাভ কর; মৃত্যুমূল্যে পরিত্রাণ কিনে নাও; যিশুর সঙ্গে পরমদেশে প্রবেশ কর, যেন তুমি বুঝতে পার কোন্ মঙ্গল থেকেই না তুমি বঞ্চিত ছিলে। সেই সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রাখ; নিন্দুককে বাইরে ফেলে রাখ, সে নিজের ঈশ্বরনিন্দা নিয়ে মরুক।

তুমি আরিমাথেয়ার যোসেফ হলে, যে প্রভুকে ক্রুশে দিয়েছে তার কাছে তাঁর দেহ প্রার্থনা কর; জগতের সেই শোকপ্রকাশ তোমারই হোক। তুমি ঈশ্বরের রাত্রিকালীন উপাসক সেই নিকোদেম হলে, উপযুক্ত সুগন্ধি দিয়ে প্রভুর দেহ লেপন কর। তুমি নানা মারীয়াদের একজন হলে, ভোরে অঝোরে অশ্রুজল ফেল। এমনটি কর, যাতে সরানো পাথরটা ও সেই স্বর্গদূতদের, এমনকি স্বয়ং যিশুকে তুমিই প্রথম দেখতে পাও।

এই তো খ্রিস্টের পাস্কার সহভাগী হওয়ার অর্থ।

ত্রিবিধ আলোর প্রশংসা

(ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনা, ১:২, ৩ আংশিক)

ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনাগুলোর পটভূমিকা: সাধু গ্রেগরির সমস্ত লেখার মধ্যে তাঁর ‘পঞ্চ ঐশতাত্ত্বিক উপদেশ’ প্রাধান্যের অধিকারী, ও এ পঞ্চ উপদেশের জন্যই তিনি ὁ Θεολόγος (হো থেওলোগোস) তথা ‘ঐশতত্ত্ববিদ’ আখ্যা অর্জন করেন। এক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত যে, তেমন আখ্যায় অলঙ্কৃত হওয়া সামান্য ব্যাপার নয়, কেননা খ্রিষ্টমণ্ডলীতে কেবল তিন ব্যক্তিত্বই তেমন আখ্যা অর্জনের যোগ্য গণ্য হলেন; তাঁরা হলেন সুসমাচার রচয়িতা ‘হো থেওলোগোস’ সাধু যোহন, ‘হো থেওলোগোস’ সাধু গ্রেগরি, ও মধ্যযুগের ‘নব থেওলোগোস’ সাধু সিমেওন। ‘হো থেওলোগোস’ তথা ‘ঐশতত্ত্ববিদ’ বলতে ঐশতত্ত্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী হওয়া বোঝায় না, বরং সাধনার ফলে ঈশ্বর সম্পর্কে গভীরতম অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। সাধু গ্রেগরির কথায়, Θεολογία (থেওলোগিয়া - ঐশবিদ্যা) ও Τεχνολογία (তেখনোলোগিয়া - প্রযুক্তিবিদ্যা) এক নয়; প্রযুক্তিবিদ্যা বাহ্যিক অভিজ্ঞতা দাবি করে, অপরদিকে ঐশবিদ্যা আন্তর সাধনার ফলেই বৃদ্ধি লাভ করে।

সাধু গ্রেগরি এ পঞ্চ উপদেশ ৩৭৯ ও ৩৮০ সালের মধ্যে রচনা করেন; অর্থাৎ সেসময়ে যখন তিনি ভ্রান্তমতপন্থীদের প্রচার মোকাবিলা করার জন্য কনস্তান্তিনোপলিসে আহূত হয়েছিলেন। ভূমিকায় (উপরে) ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, তাঁর এ উপদেশ শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয় কিন্তু সেইসঙ্গে ভ্রান্তমতপন্থীরা এতই ঈর্ষান্বিত হয় যে পরদিন ‘আনাস্তাসিয়া-পুনরুত্থান’ গির্জা আক্রমণ করে তাঁকে আহত করে ও একজন বিশপকে হত্যা করে।

কেননা সেই পঞ্চ উপদেশে নিকেয়া-মহাসভার শিক্ষা কেন্দ্র করে ঐশত্রিত্ব বিষয়ক নির্ভুল শিক্ষা ব্যক্ত করা ছাড়া সেকালে প্রচলিত তিনটে প্রধান ভ্রান্তমত একেবারে নিরুত্তর করছিল: ১। আরিউসপন্থীরা পুত্র খ্রিষ্টের ঐশ্বরত্ব অস্বীকার করত; ২। আনমোইয়োইরা তাঁকে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী বলে মানত না; ৩। মাকিদনীয়েরা পবিত্র আত্মার পূর্ণ ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত। পঞ্চ উপদেশে সাধু গ্রেগরি তিন ব্যিক্তর তথা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন এটা দেখিয়ে যে, উৎপত্তি (অর্থাৎ, পুত্রের উৎপত্তি হল প্রজনন দ্বারা, কিন্তু পবিত্র আত্মার উৎপত্তি হল অগ্রগমন

দ্বারা), ও পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষেত্রেই মাত্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। অর্থাৎ তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর।

সাধু গ্রেগরির ‘ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনা’: ৩৮৪ সালে আরিয়াঞ্জুসে ফিরে গিয়ে (উপরে ভূমিকা দ্রঃ) সাধু গ্রেগরি ৫টা ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনা সৃষ্টি করেন যা ২৪৯-২৫০ সালে রচিত সেই পঞ্চ ঐশতাত্ত্বিক উপদেশের সংক্ষিপ্ত কাব্যিক ব্যাখ্যা স্বরূপ: এক একটা দীর্ঘ উপদেশের জন্য একটা ক্ষুদ্র পদ্য রচনা। সুতরাং পঞ্চ ঐশতাত্ত্বিক উপদেশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা এ ৫টা পদ্য রচনায়ও প্রযোজ্য; অর্থাৎ পদ্য রচনাগুলো ঐশত্রিত্ব বিষয়ে নিকেয়া-মহাসভার শিক্ষা তুলে ধরে।

মুখবন্ধ: সাধু গ্রেগরি নিজের মানবীয় অযোগ্যতা স্বীকার করেন, কেননা ঈশ্বরের সামনে মানুষের মন অক্ষম; দরকার আছে, পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের সেই অক্ষম মন আলোকিত করবেন ও তাঁর তীব্র শিঙা আমাদের বোবা জিহ্বাকে বাক্‌পটু করবে। তবেই আমাদের ক্ষুদ্র ভেলা-মন অশেষ ঐশবিদ্যা-সাগরপারে এগিয়ে যাবে ও আমাদের দুর্বল পাখা-জিহ্বা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যাদি ভেদ করবে। এর ফলে ঈশ্বর-অন্বেষার ব্যর্থতা অগম্য ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা আস্বাদ ক’রে হৃদয়ের আনন্দে পরিণত হবে।

ঈশ্বর-অন্বেষীদের কাছে সেই ঈশ্বরের কথা যখন বলি
যাঁকে স্বর্গবাসীরাও উচিত সম্মানে সম্মান করতে অক্ষম,
আমরা তখন ক্ষুদ্র ভেলায় অন্তহীন জলযাত্রা করছি—তা জানি,
হ্যাঁ, তারকা-খচিত আকাশ ভেদ করার জন্য দুর্বল পাখায়ই ভর করে উড়ছি।

তুমি কিন্তু, হে ঈশ্বরের আত্মা, তুমি যে যথার্থ সত্যের তীব্র শিঙা,
আমার মনকে, আমার জিহ্বাকে প্রেরণা দাও,
সবাই যেন ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতায় নিমজ্জিত হৃদয় দিয়ে
আনন্দ ভোগ করতে পারে।

১। পিতা: ‘ঈশ্বর এক’, যেভাবে লেখা আছে, ‘শোন, ইস্রায়েল! প্রভু যিনি, তিনিই আমাদের ঈশ্বর, অদ্বিতীয়ই সেই প্রভু’ (দ্বিঃবিঃ ৬:৪ দ্রঃ)। তিনি ‘আদিবিহীন’ যেহেতু

কারও থেকে বা কোন কিছু থেকে উদ্ভূত নন। তিনি ‘কারণও বিহীন’, অর্থাৎ তিনি কোন কারণের ফল নন: তিনিই বরং হলেন পুত্রের কারণ যেহেতু পুত্র হলেন ‘পিতার একমাত্র জনিতজন’ (যোহন ১:১৪), ও পবিত্র আত্মা হলেন সেই কারণের ফল, সেই যে কারণ স্বয়ং পিতা, যেহেতু পবিত্র আত্মা ‘পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’ (যোহন ১৫:২৬)।

তিনি কোন কিছুতে ‘ধারণযোগ্য নন’ (οὐ περίγραπτος - উ পেরিগ্রাপ্তস), তিনি বরং ‘অসীম’ (ἀπείριτος - আপেইরিতোস): আরিউসের ভ্রান্তমত ও আনমোইয়োইরা এমনটা সমর্থন করত, ‘অজনিত পিতার ঈশ্বরত্ব মানুষ দ্বারা জ্ঞাতব্য’; তেমনটা হলে তবে যেহেতু কেবল ধারণযোগ্য ও সীমাবদ্ধ বিষয়ই মানুষের পক্ষে জ্ঞাতব্য, সেজন্য এটা দাঁড়ায় যে, পিতা ঈশ্বর জ্ঞাতব্য হলে তবে তিনি ধারণযোগ্য ও সীমাবদ্ধ। তাই সাধু গ্রেগরি যখন বলেন, ঈশ্বর ধারণযোগ্য নন ও অসীম, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে বলেন, ঈশ্বর মানুষের পক্ষে আদৌ জ্ঞাতব্য নন (যেইভাবে তিনি মুখবন্ধেও বলেছিলেন)।

‘তিনি সেই পুত্রে এমন যন্ত্রণা ভোগ করলেন না’, ইত্যাদি: এখানে সাধু গ্রেগরি ‘patri-passio’ (পাতৃপাসিও - পিতৃযন্ত্রণাভোগ) ভ্রান্তমত খণ্ডন করেন; সেই মতাবলম্বীরা বলত, যেহেতু পিতা ও পুত্র একেবারে এক, সেজন্য ক্রুশের উপরে পিতাই যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। কিন্তু পিতা ঈশ্বর চিত্তস্বরূপ (νόος - নোওস) হওয়ায় তা সম্ভব নয়।

ঈশ্বর এক, আদিবিহীন, কারণও বিহীন,
আদিকালীন ভাবীকালীন কোন বস্তুতেই তিনি ধারণযোগ্য নন,
কাল-কালান্তর আলিঙ্গন করেন
এমন অসীম তিনি:

সেই মহান ও পবিত্র একমাত্র জনিত পুত্রের
যিনি মহান পিতা, যিনি চিত্ত স্বরূপ,
তিনি সেই পুত্রে এমন যন্ত্রণা ভোগ করলেন না,
মাংসে পুত্র যা বরণ করলেন।

২। পুত্র: ‘ঈশ্বরের বাণীও একমাত্র ঈশ্বর’: একথা বলে সাধু গ্রেগরি পুনরায় সেই আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে দাঁড়ান যারা বলত, পুত্র একপ্রকার উপ-ঈশ্বর। তিনি বরং বলেন, পিতা যেমন একমাত্র ঈশ্বর তেমনি তাঁর বাণীও একমাত্র ঈশ্বর (ও পবিত্র আত্মাও একমাত্র ঈশ্বর), কেননা ত্রিত্বে ‘বিশিষ্ট’ সেই তিন হিপোস্তাসিস তথা তিন অস্তিত্বশীলতা বা ব্যক্তি বিদ্যমান যাঁরা এক একজন এক-ঈশ্বর ও ত্রিত্ব হিসাবেও এক-ঈশ্বর।

‘তিনি পিতার গতিশীল মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ’: এবিষয়ে সুসমাচারে লেখা আছে, ‘পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন’ (যোহন ৬:২৭); ‘মুদ্রাঙ্কন’ শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে শাস্ত্র পুত্র যিশুকে ঈশ্বরের ‘ছাপ স্বরূপ’ (হিব্রু ১:৩) ও ‘প্রতিমূর্তি’ (কল ১:১৬) বলে চিহ্নিত করে, কেননা, নিকেয়া-মহাসভার ভাষায়, পুত্র হলেন ‘পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী’, কিন্তু সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের ধারণা অনুসারে নয় যারা বলত, ঈশ্বরত্বে পিতা যেমন পুত্র তেমন। তা নয়, বরং ত্রিত্ব হলেন তিনটে হিপোস্তাসিস (তিন অস্তিত্বশীলতা বা ব্যক্তি) বিশিষ্টই একমাত্র ঈশ্বরত্ব।

‘পিতা হয়ে থাকতেই পূর্ণরূপে জনক’, ইত্যাদি: বাক্যটা উপরে দেওয়া ব্যাখ্যা সমর্থন করে, কেননা পিতা পুত্র হন না, তিনি পূর্ণরূপে জনক হয়ে থাকেন, এবং পিতার সুবুদ্ধি ও পরাক্রম যিনি সেই পুত্রও হলেন বিশ্বের নির্মাতা ও তার নিয়ন্তা, কিন্তু পিতা হন না।

ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে ত্রিত্ব-একেশ্বরে পিতা ও পুত্রের স্বীয় স্বীয় স্থান সুনির্দিষ্ট করার পর সাধু গ্রেগরি অবাধে পুত্রের গুণকীর্তন করে চলেন।

ঈশ্বরের বাণীও একমাত্র ঈশ্বর,
ব্যক্তিতে বিশিষ্ট, ঈশ্বরত্বে নন;
তিনি পিতার গতিশীল মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ,
আদিবিহীন সেই একমাত্রজনের অনন্য ও একমাত্র পুত্র,

যিনি উৎকৃষ্টতায় সর্বদিকে তাঁরই সমকক্ষ,
তাতে পিতা হয়ে থাকতেই পূর্ণরূপে জনক,
পিতার সুবুদ্ধি ও পরাক্রম যিনি,
সেই পুত্রও হলেন বিশ্বের নির্মাতা ও তার নিয়ন্তা।

প্রথমে, এসো, পুত্রেরই করি গুণকীর্তন,
বিশ্বপাপের প্রায়শ্চিত্তবলিকে, এসো, করি প্রণাম।
চিকিৎসক রূপে আমার কলুষিত ক্ষতের উপর আনত হয়ে
ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি করলেন আমার পরিত্রাণ।

তিনি হলেন মরণশীল—তবু ঈশ্বর,
দাউদের সন্তান বটে কিন্তু আদমের নির্মাতা ;
মানবদেহে ছিলেন পরিবৃত,
কিন্তু পাপী মাংসের কলুষ থেকে মুক্ত।

খ্রিস্টের মাতা ছিল, কিন্তু চিরকুমারীই সেই মাতা ;
তিনি হলেন সেই গর্ভে সীমাবদ্ধ, তবুও ছিলেন সীমাহীন।
বলি ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরে-মানুষে সেতুবন্ধও ছিলেন,
যাজকও ছিলেন, অথচ নিজেই ঈশ্বর।

পিতার কাছে নিজ রক্ত ক'রে নিবেদন
তিনি নিখিল বিশ্বকে করলেন শুদ্ধ,
ক্রুশ তাঁকে উত্তোলিত করল বটে,
পেরেক কিন্তু বিদ্ধ করল পাপ।

মৃতদের মধ্যে গিয়েও তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করলেন,
ও নিদ্রাগতদের দিলেন নবীন জীবনের ডাক :
তাদের ছিল মানুষের দীনতা,
আত্মার ঐশ্বর্যই ছিল তাঁর অধিকার।

তাঁর মাংসধারণ কি ঈশ্বরের যোগ্য নয় ?
অনেকে তাই বলে, এমনকি ঈশ্বরনিন্দাও তা বলে ;

তুমি কিন্তু মর্ত আকারে তাঁরই ঈশ্বরত্বকে প্রণাম কর
অক্ষয়শীল হয়ে যিনি তোমার প্রেমেই হলেন মরণশীল।

৩। পবিত্র আত্মা: 'পরাক্রমী আত্মাকে, এসো, ঈশ্বররূপে সকম্পে আরাধনা করি': যে মাকিদনীয়েরা পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর বলে মানত না, তাদের বিপক্ষে সাধু গ্রেগরি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, পবিত্র আত্মা 'ঈশ্বররূপে' আরাধনার যোগ্য।

পবিত্র আত্মা হলেন 'স্বর্গবাসী মর্তপ্রাণী সবার জীবনদাতা': কনস্তান্তিনোপলিসে যে মহাসভায় সাধু গ্রেগরি অংশ নিয়েছিলেন, সেই মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্রে একথা স্থান পেয়েছিল: 'আমরা প্রভু ও জীবনদাতা সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি'। পবিত্র আত্মা বিষয়ক এবাক্য ও অন্যান্য বাক্য মহাসভার আগেও কাপ্পাদোকীয় পিতৃত্রয় দ্বারা সবসময়ই সমর্থিত হয়েছিল।

'তিনি তো পুত্র নন': সাধু গ্রেগরি যেমন উপরে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার বিশিষ্টতা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন, তেমনি এখন তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করে পবিত্র আত্মার বিশিষ্ট হিপোস্তাসিসও (অর্থাৎ বিশিষ্ট অস্তিত্বশীলতা) ঘোষণা করেন।

প্রাণ আমার, আর দেরি কেন?
ঐশ আত্মা যিনি, তাঁরও কর স্তুতিগান!
প্রকৃতি যাঁদের করল না ভিন্ন,
তোমার বাক্য তাঁদের যেন না করে বিচ্ছিন্ন।

পরাক্রমী আত্মাকে, এসো, ঈশ্বররূপে সকম্পে আরাধনা করি,
তাঁরই দ্বারা আমি ঈশ্বরজ্ঞানে হলাম উন্নীত;
তিনি ঈশ্বর, একথা, এসো, করি স্বীকার:
করি স্বীকার, তিনি আমাদেরও করবেন ঈশ্বর!

তিনি সর্বশক্তিমান, নানা দানের বিতরণকারী,
পবিত্রজনদের হৃদয়ে জাগান বন্দনার প্রেরণা,

স্বর্গবাসী মর্তপ্রাণী সবার জীবনদাতা,
ঊর্ধ্বলোকেই তাঁর রাজাসন।

যিনি পিতার শক্তি, তিনি কার্ অধীন বা হতে পারেন?
তিনি তো পুত্র নন—অনন্যই সেই পবিত্রজন যিনি মঙ্গলময় পিতার পুত্র;
তিনি অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বের বাইরে নন,
পিতা ও পুত্রের সঙ্গে তাঁরও সমমর্যাদার অধিকার।

হে অসৃষ্ট ত্রিত্ব, কালের গন্ডির বাইরে হে ত্রিত্ব,
হে পবিত্র স্বাধীন সম্মাননীয় অনন্য ত্রিত্ব:
হে একমাত্র ঈশ্বরত্ব যিনি বিশ্বের ত্রিবিধ আলোর বিভা!
প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম!

সমাপ্তি

বাপ্তিস্মে সেই তিন ব্যক্তি দ্বারাই আমি নবজন্ম লাভ করি:
মৃত্যুকে বিনাশ ক'রে নবজীবনে পুনরুত্থিত হয়ে আলোতে এগিয়ে চলি।
ঈশ্বর আমাকে সম্পূর্ণই বিশুদ্ধ করলেন যখন,
তাঁকে আমি তাঁর পূর্ণতার পরিপূর্ণতায় উপাসনা করব তখন।

পরিশিষ্ট

৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবাদ - পটভূমিকা

৩৮১ সালে অনুষ্ঠিত কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভার ফলাফল প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে ত্রিত্ব সংক্রান্ত বিবাদ শেষ করে দেয়, কারণ পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক ও এর ফলে ত্রিত্বের অভ্যন্তরে পুত্রের অবস্থান কেমন করে পরিগণিত হতে হয় তা চূড়ান্ত ভাবে স্থির করে। কিন্তু, ইতিমধ্যে, আনুমানিক ৩৬০ থেকে, আন্তিওখিয়া অঞ্চলের মণ্ডলীগুলোর পরিবেশে খ্রিষ্ট সম্পর্কেও আরও বেশি নির্দিষ্টভাবে, অর্থাৎ খ্রিষ্টে তাঁর ঐশ্বরিক ও মানবীয় উপাদানের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সেই মহাসভা যে কত দৃঢ়তা সহকারে এ সমস্যা আপন করে নিয়েছে, তা বলা কঠিন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, সেক্ষেত্রে মহাসভা আপোল্লিনারিউস-পন্থীদের বিপক্ষে যে সিদ্ধান্ত নেয় তা সেই বিতর্ক শেষ করে দেয় না, এমনকি বিতর্কটা আরও বেশি তীব্রতর হয়ে ওঠে যার ফলে এমন বিবাদ ও তর্কাতর্কি উৎপন্ন করে যা অনেক শতাব্দী ধরে প্রলম্বিত হয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য মহাসভার আগেকার পরিস্থিতি সম্পর্কে দু'টো কথা বলা বাঞ্ছনীয়।

২৬৮ সালে সিরিয়া-পালেস্তিনা (আজকালের পুরা ইস্রায়েল দেশ) অঞ্চলের অরিগেনেস-পন্থী ধর্মতত্ত্ব-মনা কয়েকজন বিশপ সেই অঞ্চলের প্রধান ধর্মাসন আন্তিওখিয়াতে সম্মিলিত হয়ে আন্তিওখিয়ার প্রভাবশালী বিশপ পলকে (তিনি সামোসাতার পল বলে পরিচিত) ভ্রান্তমত অভিযোগে পদচ্যুত করেন; সেই উপলক্ষে তাঁরা প্রথম হয়ে λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্ক্স - ঐশবাণী-মাংস) শ্রেণির এমন খ্রিষ্টতত্ত্ব স্বীকার করেন যা দ্বারা এটাই ঘোষিত যে, মানব-যিশুতে ঐশ্বরিক লোগোস-বাণী সেই স্থান রাখছিলেন যে-স্থান প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রাণ রাখে; এর ফলে মানব-যিশু প্রাণবিহীন দেহ বলে পরিগণিত হচ্ছিলেন। এই খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ধারণা কেমন করে অরিগেনেস-বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ব-মনা এলাকায় পরিব্যাপ্তি লাভ করে, তা বলা কঠিক, কেননা সেই অরিগেনেস জীবনকালে অন্যান্য সকলের চেয়েও ত্রিত্বতত্ত্বে খ্রিষ্টের প্রাণের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। যাই হোক না কেন, ৩য় শতাব্দীর সমাপ্তি ও ৫ম শতাব্দীর শুরুর

মধ্যে এ নবীন খ্রিষ্টতত্ত্ব সেই সমস্ত এলাকায় প্রাদুর্ভাব অর্জন করে যেগুলো আলেক্সান্দ্রিয়ার নিকটবর্তী ও আলেক্সান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টতাত্ত্বিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) আরিউসের প্রবর্তিত ভ্রান্তমতও যে এব্যাপারে রেখাপাত করে তা তো নিঃসন্দেহ, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আরিউসের ভ্রান্তমত সম্পর্কে এ নবীন বিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায়ই কোন আলোচনা হয়নি, কারণ আরিউসের প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা তথা আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্দার ও তাঁর উত্তরসূরী বিশপ আথানাসিউস, তাঁরাও কম-বেশি স্পষ্টভাবে সেই নবীন খ্রিষ্টতত্ত্বের সমর্থক ছিলেন যার ফলে এবিষয়ে কেবল তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই উপর বিবাদটা চাপিয়ে দিতে পারছিলেন না। অন্যদিকে আরিউস-পন্থীরা এ নবীন ভ্রান্ত খ্রিষ্টতত্ত্ব অবশ্যই সমর্থন করছিল যেহেতু তা তাদের নিজেদের ভ্রান্তমত সমর্থন করছিল (বাস্তবিকই আরিউস-পন্থীরা এটা বলত যে, লোগোস-বাণী নিম্নতর ঈশ্বরত্বের অধিকারী হওয়ায় সুসমাচারে বর্ণিত যত মানব-দুর্বলতা যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি ইত্যাদি দুর্বলতা সাপেক্ষ ছিলেন)। তেমন যুক্তির প্রতিবাদ করার জন্য বিশপ আথানাসিউস ও তাঁর সঙ্গে আরিউস-বিরোধী অন্যান্য বিশপগণ এমন নিয়ম অবলম্বন করেন যাতে খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে একদিকে তাঁর দুর্বলতা ও অন্যদিকে তাঁর অলৌকিক প্রভাব নির্ণয় করা হয়, এবং তাই করে তাঁরা খ্রিষ্টের সমস্ত দুর্বলতা তাঁর মনুষ্যত্বের উপরে ও তাঁর অলৌকিক প্রভাব তাঁর ঈশ্বরত্বের উপরে আরোপ করেন। কিন্তু তেমনটা করে তাঁরা খ্রিষ্টে বিপজ্জনক এমন দ্বিবিভাজন অনুপ্রবেশ করান যা তাঁর একত্ব বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

তেমন বিপজ্জনক অবস্থা বিষয়ে, ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সিরিয়ায় অবস্থিত লাওদিকেয়া মণ্ডলীর বিশপ আপোল্লিনারিউস সচেতন হন; তিনি নিকেয়া-মহাসভার দৃঢ়মনা সমর্থন, আবার বিশপ আথানাসিউসের একান্ত বন্ধু ও খুবই নাম-করা ঐশতত্ত্ববিদ ও শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ। খ্রিষ্টতত্ত্বের উপর তেমন বিপদ পরিহার করার জন্য তিনি উপরোল্লিখিত সেই প্রাচীন λόγος-σὰρξ (লোগোস-সার্ক্স - ঐশবাণী-মাংস) ভিত্তিক খ্রিষ্টতাত্ত্বিক ধারণা পুনরায় গ্রহণ ক'রে তা বিকশিত করেন ও প্রচার করেন; তাতে তিনি এটা অনুমান করেন যে, খ্রিষ্টের মানবীয় প্রাণবিহীনতা মাংসের সঙ্গে লোগোস-বাণীর একত্ব দৃঢ়ভাবে যুক্ত করবে। তেমন তত্ত্ব আলেক্সান্দ্রিয়ায় হয় তো তত আপত্তি নাও জাগাতে পারত, কিন্তু তিনি যেখানে বিশপ ছিলেন, সেই লাওদিকেয়া শহর সিরিয়ায়ই অবস্থিত হওয়ায় আন্তিওখিয়া মণ্ডলী সাথে সাথে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে যেহেতু তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব অনুসারে খ্রিষ্ট অপূর্ণাঙ্গই মনুষ্যত্বের অধিকারী। এর ফলে

এমন বিবাদ বেধে যায় যা আন্তিওখিয়া ও সিরিয়ার নিকেয়া-মহাসভার সমর্থনকারীদের নিজেদের মধ্যে এমন সময় বিচ্ছিন্ন করে যে সময়ে সকলের চিন্তা আরিউস-ভ্রান্তমত বিষয়ে অতিব্যস্ত। এতে বোঝা যায় কেনই বা যখন সমস্যা প্রথমবারের মত আলেক্সান্দ্রিয়া-মহাসভায় (৩৬২ সালে) আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপিত হয়, তখন আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আথানাসিউস সমস্যাটা কোন রকমে এমন ভাবে মিটিয়ে দেন যার ফলে আপোল্লিনারিউস রেহাই পান। কিন্তু সমস্যা সেই পর্যায় আদৌ মিটে যায় না ও তর্কবিতর্ক প্রায়ই সাথে সাথে আবার শুরু হয় ও খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা বিবাদের পরে রোম মণ্ডলীর সঙ্গে একমন হয়ে কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভা ৩৮১ সালে আপোল্লিনারিউসকে ভ্রান্তমত দায়ে দণ্ডিত করে। তাসত্ত্বেও আপোল্লিনারিউস আদৌ হার মানেন না: তিনি আনুমানিক ৩৯০ সালে মারা যান কিন্তু তাঁর অনুসারী যারা তারা নিজেদের ধর্মগুরুর ধারণাসমূহ প্রচার করার পাশাপাশি তাঁর ক'টা লেখাও বিশপ আথানাসিউসের ও পোপ যুলিউসের লেখা বলে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ব্যাপারটা ন্যূনতম নয়, কেননা এ নকল লেখা আরও বড় সমস্যা জাগায়, কারণ অনেকেই আপোল্লিনারিউসের ধারণাকে, সরল মনে, বিশপ আথানাসিউস ও পোপ যুলিউসের ধারণা বলে ধরে নিয়ে আপোল্লিনারিউসেরই ধারণা সমর্থন ও প্রচার করে।

আপোল্লিনারিউসের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া যদিও বিশেষভাবে আন্তিওখিয়া অঞ্চলে বৃদ্ধিলাভ করে, তবু তাতে অন্য অঞ্চলের ব্যক্তিত্বগণও যোগদান করেন, যেমন কাপ্পাদোকিয়া অঞ্চলের নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি ও নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি যাঁর প্রভাব সেসময় সর্বস্বীকৃত ছিল। আপোল্লিনারিউসের ধারণার বিপক্ষে এমন তত্ত্ব জারীকৃত হয় যা খ্রিষ্টে পূর্ণ ও অক্ষুণ্ন মনুষ্যত্বকে তুলে ধরে, কিন্তু ঠিক একারণেই সেই মনুষ্যত্বের একত্ব ঘোষণা বিষয়ে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখায়। একদিকে, যেহেতু আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর তত্ত্ববিদগণ ঐতিহ্যগত ভাবে খ্রিষ্টে মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের বিশিষ্ট দিক দু'টো নির্ণয় করে এসেছিলেন, সেজন্য এ নতুন তত্ত্বের আগমনে নিজেদের পরম্পরাগত ধারণাসমূহ বিপন্ন বলে উপলব্ধি করেন। অন্যদিকে, আলেক্সান্দ্রিয়ার তত্ত্ববিদগণ আপোল্লিনারিউসের বিরুদ্ধে ৩৮১ সালের মহাসভার দণ্ডাজ্ঞা বিষয়ে সচেতন হয়ে, খ্রিষ্টে মানবীয় প্রাণের উপস্থিতিও সরাসরি মেনে নেন, কিন্তু নিজেদের পরম্পরাগত ধারণার চাপে লোগোস-বাণীর উৎকৃষ্টতার সামনে খ্রিষ্টের মানবীয় প্রাণের গুরুত্ব খর্ব করতে অনিচ্ছাকৃত ভাবেও আকর্ষিত। তাই আন্তিওখিয়া ও আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলী দু'টোর মধ্যে

পূর্ণ একতা বিরাজ করে না, ফলত, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ৫ম শতাব্দীর শুরুতে সেই মণ্ডলী দু'টো ভিন্ন ভিন্ন খ্রিষ্টতত্ত্ব স্বীকার করে থাকে।

এই দীর্ঘ পটভূমিকার উদ্দেশ্যই যাতে নিচে উপস্থাপিত আপোল্লিনারিউসের তিনটে লেখা বোধগম্য হতে পারে ও তাতে নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির প্রতিবাদ বিষয়ে অবগতি লাভ করা যেতে পারে; সেই লেখাগুলো থেকে এটাও জানা যাবে যে, ৪৫১ সালে অনুষ্ঠিত খাল্কেদোন-মহাসভা খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত এ বিবাদ মিটিয়ে দেয়।

আপোল্লিনারিউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আপোল্লিনারিউস আনুমানিক ৩১০ সালে সিরিয়ায় স্থিত লাওদিকেয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেসময় সিরিয়ায় সেই আরিউস-পন্থীরাই প্রভুত্ব চালাচ্ছিল যাদের প্রভাবের বিপক্ষে নিকেয়া-মহাসভা ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বন্ধু সাধু আথানাসিউসের সঙ্গে সেই আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে মহাসভার শিক্ষার সপক্ষে সংগ্রাম করেন। কিন্তু আনুমানিক ৩৬০ সালে তিনি খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত নিজের ভ্রান্তমত প্রচার করতে শুরু করেন। যথার্থ বিশ্বাসের সমর্থনকারী ঐশতত্ত্ববিদগণ তাঁর সেই মতবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করেন, এবং অবশেষে কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভা (৩৮১ সালে) তাঁকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে ঘোষণা করে। তিনি ৩৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব

যে বিষয় আপোল্লিনারিউসের (তাঁর সঙ্গে বিশপ আথানাসিউসেরও) গবেষণা সর্বোপরি চিহ্নিত করে, তা খ্রিষ্টের সাধিত পরিত্রাণ সংক্রান্ত, তথা: কেবল ঈশ্বরই মনুষ্যত্বকে নিজেতে ধারণ করায় পাপ ও মৃত্যু দ্বারা অক্ষম হয়ে পড়া মানুষকে ত্রাণ করতে সক্ষম। কিন্তু কার্যকর ও ক্রিয়াশীল হবার জন্য তেমন মনুষ্যত্ব-ধারণ হতে হবে মানুষের সহজাত ও মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম ভাবে জড়িত; এবং আপোল্লিনারিউসের ধারণায়, এবং তাঁর সঙ্গে আন্তিওখিয়ার ঐতিহ্যগত যথার্থ ধর্মতত্ত্বেরও ধারণায়, এ শর্ত সিদ্ধিলাভ করতে পারত না যদি না ঈশ্বরের পুত্র প্রাণবিশিষ্টও একটা পূর্ণ মনুষ্যত্বকে ধারণ করতেন। কেননা ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীর সঙ্গে স্বয়ংপূর্ণতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিশিষ্ট তেমন মনুষ্যত্বের একত্রীকরণের ফলাফল দুর্বল ও বাহ্যিকই একটা একত্রীকরণ না হয়ে পারত না, এবং দুর্বল ও বাহ্যিক হওয়ায় সেই একত্রীকরণ পরিত্রাণ সাধনের জন্য অপর্যাপ্তই হত, কেননা যেহেতু মানুষ-হওয়া খ্রিষ্টে প্রাণ ও লোগোস-বাণী পৃথক দু'টো জীবন্ত ও কার্যকর উপাদান হিসাবে দাঁড়াবার ফলে প্রকৃত পরিত্রাণকর্ম কেবল পরিত্রাণ করতে অক্ষম সেই ধারণ-করা-মনুষ্যত্ব দ্বারাই যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সাধিত হত; এবং মনুষ্যত্বের সাধিত তেমন পরিত্রাণকর্ম সাধনে লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্ব কেবল পরক্ষভাবেই সহভাগী হতেন। অর্থাৎ, ১) পরিত্রাণকর্মের লক্ষ্যই পতিত মানুষকে ত্রাণ করা; ২) খ্রিষ্টের ধারণ-করা-মনুষ্যত্ব একাই ত্রাণকর্ম সাধন করতে অক্ষম; ৩) এর

ফলে, সেই মনুষ্যত্বের উপর প্রাধান্য দিলে কর্মটা বৃথা হবে ও তেমন কর্মে খ্রিষ্টের লোগোস-বাণী-ভূমিকা নগণ্যই হবে।

অন্যদিকে এমনটা ধরে নিলে যে, লোগোস-বাণী ধীশক্তিবিহীন প্রাণবিহীন দেহ ধারণ করেছিলেন (২য় পাঠ্যের টীকা দ্রঃ), তবে লোগোস-বাণীই ত্রাণকর্ম সাধনে প্রাধান্য পাওয়ার ফলে লোগোস-বাণীর সঙ্গে মনুষ্যত্বের একত্রীকরণ একেবারে সঙ্কুচিতই হত, কারণ এর ফলে খ্রিষ্টের একটামাত্র স্বরূপ দাঁড়াত (এখানে স্বরূপ বলতে কার্যকারিতার এমন একমাত্র কেন্দ্র বোঝায় যা আপোল্লিনারিউস 'স্বর্গীয় মানুষ' বলে অভিহিত করেন, অর্থাৎ লোগোস-বাণীর মানুষ-হওয়া একমাত্র স্বরূপ), অর্থাৎ ঈশ্বরে-মানুষে এমন সমন্বয় দাঁড়াত যা পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম যেহেতু লোগোস-বাণীতে উপস্থিত মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব একেবারে সম্পূর্ণরূপেই একত্রিত। ক্রুশের উপরে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বই যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন, আপোল্লিনারিউস যে এধারণা সমর্থন করেন তা নয়; তিনি বরং এটা সমর্থন করতেন, খ্রিষ্ট কেবল নিজের মনুষ্যত্বেই যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন, কিন্তু উপরোল্লিখিত সেই সম্পূর্ণ একত্রীকরণের ফলে ঐশ্বরিক লোগোস-বাণী যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর এমন একান্ত সহভাগী হয়েছিলেন যে বলা যেতে পারত: লোগোস-বাণী মাংসে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

তেমন খ্রিষ্টতত্ত্বের শক্তি এটাই ছিল যে, পরিত্রাণকর্ম ঈশ্বরেরই সত্যকার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারত। কিন্তু সেইসঙ্গে তেমন তত্ত্বের দুর্বলতা এটাই ছিল যে, খ্রিষ্টকে মানুষ হিসাবে ধরে নিলে তবে তিনি অবশ্যই অপূর্ণাঙ্গ হয়ে দাঁড়াবেন কারণ শাস্ত্র ও পরম্পরাগত খ্রিষ্টবিশ্বাসও তা কখনও মেনে নেবে না যেহেতু এধারণাগুলো শাস্ত্রে ও পরম্পরাতেও অনুপস্থিত। তাছাড়া আপোল্লিনারিউসের গবেষণা যা সর্বোপরি দেখাতে অভিপ্রেত ছিল তথা খ্রিষ্টের সাধিত পরিত্রাণকর্ম যে সত্য ও প্রকৃতই ঘটনা, তা উপরোল্লিখিত এধারণা দ্বারা বাতিল হতে যাচ্ছিল। ঠিক একারণেই সেসময় থেকে মণ্ডলী আপোল্লিনারিউসের ধারণা কখনও গ্রাহ্য করেনি।

গ্রীক পাঠ্য: অনুবাদের জন্য এমন পুস্তক ব্যবহৃত হল যা on-line পাওয়া যায় না।

১। খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে দেহের একত্ব (আংশিক)

লেখাটা কালক্রমে পোপ যুলিউসেরই লেখা বলে ছড়িয়ে পড়ে।

[১] যথার্থ ভাবে এটা স্বীকার করা হয় যে, প্রভু আদি থেকে, দেহ অনুসারেও, পবিত্র প্রজনন, এবং এক্ষেত্রে তাঁর দেহ অন্য যেকোন দেহের চেয়ে ভিন্ন (ক)। কেননা তিনি মাতৃগর্ভে অবশ্যই ঈশ্বরত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয় কিন্তু সেই ঈশ্বরত্বের সঙ্গে একত্র বলেই গর্ভস্থিত হয়েছিলেন, যেইভাবে দূত বলেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন* (খ)। এবং সেই গর্ভধারণ যে শুধুমাত্র নারী থেকে একটা [মানব] জন্ম হয়েছিল তা নয়; তা স্বর্গ থেকে অবরোহণই হয়েছিল। বাস্তবিকই তিনি যে *নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন* (গ), তা শুধুমাত্র বলা হয়নি, কিন্তু এটাও বলা হয়েছিল: *স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র* (ঘ)

[২] দেহের যে অধিকারী, সেই অধিকারী-জন থেকে একেবারে অবিচ্ছেদ্য যে দেহ, সেই দেহকে প্রকৃতপক্ষে 'সৃষ্টবস্তু'ই বলে নির্দেশ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এটাই নির্দেশ করা যেতে পারে যে, দেহটা অসৃষ্টজনের আখ্যার ও ঈশ্বরের নামের সহভাগী, কারণ দেহটা ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বেই মিলিত হল যেইভাবে বলা হয়েছে *বাণী হলেন মাংস* (ক), ও যেইভাবে প্রেরিতদূতও বলেছেন, *শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন* (খ)।

[৩] আমরা যেমন ঐশ্বরিক গর্ভধারণের ও ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বের জোরে গৌরবময় বৈশিষ্ট্যসমূহ দেহের উপর আরোপ করি, তেমনি দেহ থেকে উদ্গত অগৌরবময় যে বৈশিষ্ট্যগুলো, সেগুলোকেও আমরা পরিত্যাগ করব না; হ্যাঁ, আমরা এটাও পরিত্যাগ করব না যে, প্রেরিতদূত অনুসারে তিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন (ক), নবী অনুসারে তাঁকে ঈশ্বরের দাস রূপে মাতৃগর্ভে গড়া হয়েছে (খ), সাধারণত তিনি মানুষ ও মানবপুত্র বলে নির্দেশিত, এবং আব্রাহামের পরে বহু প্রজন্ম অনুবর্তী হওয়ার পরেই তিনি মানুষ হলেন।

[৪] কিন্তু মানবীয়ভাবে কথা বলা ও শোনা উচিত নয়। তাই, যখন তিনি সামগ্রিক অর্থে মানুষ বলে অভিহিত (ক), তখন কেউই সেই ঐশ্বরিক সত্তাকে আদৌ অস্বীকার করবে না যা সেই নাম [তথা সেই মানুষ-নাম] দ্বারা দেহের সঙ্গে প্রকাশিত হয়; এবং যখন দেহের কারণে তিনি দাস বলে অভিহিত, তখন কেউই প্রভু বলে তাঁর সেই স্বরূপ আদৌ অস্বীকার করবে না যা দাসত্ব নাম দ্বারা দেহের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে,

যখন এটা ঘোষণা করা হয় যে, স্বর্গীয় মানুষ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন (খ), তখন কেউই ঈশ্বরত্বের সঙ্গে সেই পার্থিব দেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আদৌ অস্বীকার করবে না। কেননা যখন প্রভু দাস বলে অভিহিত, ও দাসের রূপের সঙ্গে ও গড়া সেই দেহের সঙ্গে সেই সংযোজনের গুণে যখন অসৃষ্টজন সৃষ্টজন বলে অভিহিত, তখন তিনি বিভক্ত হন না, নামেও নয়, বাস্তবেও নয়।

[৫] সেজন্যই আমরা স্বীকার করি, তাঁর মধ্যে যা সৃষ্ট তা যা অসৃষ্ট তার সঙ্গে একত্বে রয়েছে, ও তাঁর মধ্যে যা অসৃষ্ট তা যা সৃষ্ট তার সঙ্গে মিশ্রেত রয়েছে (ক), কারণ উভয় দিক থেকে একটামাত্র স্বরূপ উৎপন্ন হয় (খ) এবং ঐশ্বরিক সিদ্ধতার সঙ্গে সেই দু'টোর পূর্ণতা সাধন করার জন্য লোগোস-বাণী আংশিক পরাক্রমকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। সাধারণ মানুষের বেলায়ও একই প্রকারে হয়, তথা: মানুষ অসিদ্ধ এমন দু'টো অংশ দ্বারা গঠিত (গ) যা একটামাত্র স্বরূপ সিদ্ধ করে ও একটামাত্র নাম দ্বারা চিহ্নিত হয়, কারণ, সেইসব মাংস বলেও অভিহিত যদিও তার মধ্যে প্রাণকে বিলীন করা না হয়, ও সেইসব প্রাণ বলেও অভিহিত যদিও তার মধ্যে সেই দেহকেও বিলীন করা না হয় যা প্রাণ থেকে ভিন্ন অন্য একটা কিছু।

[৬] সেজন্য মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর সেই প্রভু নারী থেকে সঞ্জাত হলেও তবু জন্মের পূর্বে অস্তিত্বশীল; দাসদের মত রূপ ধারণ করলেও তিনি প্রভু; মাংসের সঙ্গে তাঁর একত্রীকরণের গুণে মাংস বলেও নিজেকে প্রকাশ করলেও তিনি আত্মা (ক); প্রেরিতদূত দ্বারা তাঁকে মানুষ বলে প্রচারিত হলেও সেই প্রেরিতদূত অনুসারে তিনি মানুষ নন; এবং, স্বল্প কথায়, অদৃশ্যমান ঈশ্বর দৃশ্যগত দেহে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন, ও অসৃষ্ট ঈশ্বর সৃষ্ট একটা আধারে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি দাসের রূপ অনুসারে নিজেকে শূন্য করলেন, কিন্তু ঐশ্বরিক সত্তা অনুসারে তিনি শূন্যতা, পরিবর্তন, ও হ্রাসপ্রাপ্তি থেকে অক্ষুণ্ন হয়ে রইলেন; কেননা ঐশ্বরিক স্বরূপ কোন পরিবর্তন মানে না, যার ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্তও হয় না, তার বৃদ্ধিও হয় না।

[৭] এবং যখন তিনি বলেন, 'আমাকে গৌরবান্বিত কর', তখন কণ্ঠ দেহ থেকে উৎপন্ন হয় ও সেই গৌরবারোপণ দেহ-সম্পর্কিত, কিন্তু তা সবই লক্ষ করে কেননা সেই সব হল একটামাত্র বাস্তবতা। এবং যখন তিনি বলে চলেন, *সেই গৌরবে যা জগৎ হবার*

আগে তোমার কাছে আমার ছিল (ক), তখন তিনি নিজের সদা-গৌরবময় ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেন, কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরত্বকেই লক্ষ করে যদিও কথাগুলো সার্বিকভাবে সবই [তথা ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বকে] লক্ষ করে।

[৮] এইভাবে তিনি অদৃশ্য আত্মা অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তাময় (ক), যদিও মাংস এই নামে ধারণকৃত যেহেতু তাঁরই সঙ্গে একত্রিত যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তাময়; অন্যদিকে তিনি মানুষদের সঙ্গে সমসত্তাময় যদিও ঈশ্বরত্ব দেহের সঙ্গে ধারণকৃত যেহেতু ঈশ্বরত্ব সেটার সঙ্গে নিজেকে একত্রিত করেছেন যা আমাদের সঙ্গে সমসত্তাময়, কিন্তু, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তাময় তাঁর সঙ্গে একত্রীকরণের কারণে ও 'সমসত্তাময়' নামের সঙ্গে সহভাগিতার কারণে দেহের স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয়নি। একই প্রকারে, মানব দেহের সঙ্গে, ও আমাদের সঙ্গে সমসত্তাময় সেই মাংসের নামের সঙ্গে সহভাগিতার কারণে ঈশ্বরত্বের স্বরূপও কোন রূপান্তরের অধীন হয়নি।

---

১ (ক) 'প্রভু আদি থেকে, দেহ অনুসারেও, পবিত্র প্রজনন': আপোল্লিনারিউস সর্বস্বীকৃত একটা ঘটনা থেকে তথা কুমারী মারীয়া থেকে খ্রিষ্টের জন্ম অবধি শুরু ক'রে এটা ঘোষণা করেন যে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত বা মিলিত, কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও ঘোষণা করেন যে, খ্রিষ্টের দেহ 'অন্য যেকোন দেহের চেয়ে ভিন্ন'; এতে তিনি বলতে চান, খ্রিষ্টের দেহ ঈশ্বরত্বের সমস্ত গুণাবলি বিষয়ে সম্পূর্ণ সহভাগিতা রাখে, অর্থাৎ সেই দেহ একটামাত্র স্বরূপের অধিকারী: এ এমন কথা যা আন্তিওখিয়ার মণ্ডলীগুলোর বিশপদের কাছে অবশ্যই অগ্রাহ্য ছিল যেহেতু তাঁরা খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূপ সমর্থন করতেন।

(খ) লুক ১:৩৫।

(গ) গা ৪:৪।

(ঘ) যোহন ৩:১৩। 'তিনি মানবপুত্র': পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে, 'মানবপুত্র' নামটা লোগোস-বাণীর ধারণ-করা-মনুষ্যত্বকে নির্দেশ করত; অন্যদিকে, 'ঈশ্বরের পুত্র' নামটা তাঁর ঈশ্বরত্বকেই নির্দেশ করত। কিন্তু আপোল্লিনারিউস যোহন-লিখিত সুসমাচারের রহস্যময় উক্তি ভিত্তি করে এমন নবীন ধারণা প্রবেশ করান যা অনুসারে খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব একত্রিত। ঠিক এ ধারণা থেকে সেই মিথ্যা অভিযোগ উৎপন্ন হল যা অনুসারে আপোল্লিনারিউস এমনটা ঘোষণা করেছিলেন যে, খ্রিষ্টের মাংসের উৎপত্তি স্বর্গীয়ই উৎপত্তি, অথচ আপোল্লিনারিউস তেমন ধারণা কখনও সমর্থন করেননি।

২ (ক) যোহন ১:১৪।

(খ) ১ করি ১৫:৪৫।

৩ (ক) গা ৪:৪ দ্রঃ।

(খ) ইশা ৪৯:৫ দ্রঃ।

৪ (ক) ‘তিনি সামগ্রিক অর্থে মানুষ বলে অভিহিত’: আপোল্লিনারিউস এটা মেনে নেন যে, খ্রিষ্টে ঐশ্বরিক গুণাবলি ও মানবীয় নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কিন্তু আন্তিওখিয়ার বিশপদের ধারণার বৈষম্যে তিনি খ্রিষ্ট-ব্যক্তিত্বের একত্বের উপর জোর দেন (খ্রিষ্ট-ব্যক্তিত্ব বলতে খ্রিষ্ট যে ব্যক্তি হিসাবে এক ও একক তাই বোঝায়) ও সেইসঙ্গে খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত সেই নিয়মের উপরেও জোর দেন যা অনুসারে মানব-খ্রিষ্টে তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলি আরোপণীয় ও ঐশ্বরিক খ্রিষ্টে তাঁর মানবীয় গুণাবলি আরোপণীয়; এ নিয়মের ফলে (নিয়মটা ‘Communicatio idiomatum’ - কম্মুনিকাতিও ইদিওমাতুম বলে অভিহিত: অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিনিময়), যখন, উদাহরণ স্বরূপ, আমরা খ্রিষ্টকে মানুষ বলে নির্দেশ করি, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের একত্বে তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপও নির্দেশ করি (সময়মত ধারণাটা স্পষ্টতর হবে)।

(খ) যোহন ৩:১৩।

৫ (ক) ‘তাঁর মধ্যে যা অসৃষ্ট তা যা সৃষ্ট তার সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে’: ‘মিশ্রিত’ বলতে এমন ‘মিশ্রণ’ বোঝায় যে-মিশ্রণের ফলে নানা উপাদান একীভূত হয় না; এটা ছিল গ্রীক তত্ত্ববিদ্যার σύνκρασις (সুংক্রাসিস - মিশ্রণ) একটা ধারণা-বিশেষ যা অনুসারে মিশ্রিত বস্তুগুলো একীভূত না হয়ে বরং নিজ নিজ গুণাবলি রক্ষা করে; অন্যদিকে σύνχυσις (সুংখুসিস - একীভূতি) ধারণা অনুসারে মিশ্রিত বস্তু সম্পূর্ণ রূপে একীভূত হয়। এখানে σύνκρασις (সুংক্রাসিস - মিশ্রণ) শব্দটা ব্যবহার করায় আপোল্লিনারিউস ঘোষণা করেন, ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব খ্রিষ্টে একীভূত না হয়ে বরং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও গুণাবলি টিকে রেখেছে।

(খ) ‘উভয় দিক থেকে একটামাত্র স্বরূপ উৎপন্ন হয়’: এটাই আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্বের মূল ঘোষণা, তথা, ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের একত্রীকরণ থেকে একটামাত্র স্বরূপ উৎপন্ন হয় যা একাধারে ঐশ্বরিক ও মানবীয়।

‘ঐশ্বরিক সিদ্ধতার সঙ্গে সেই দু’টোর পূর্ণতা সাধন করার জন্য লোগোস-বাণী আংশিক পরাক্রমকে পরিপূর্ণ করে তোলেন’: আপোল্লিনারিউস এমন পরাক্রমের কথার উপরেও জোর দেন যা ধারণ-করা-মনুষ্যত্বের পরাক্রম: তেমন পরাক্রম বা কার্যকারিতা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় তা লোগোস-বাণী দ্বারাই পূর্ণ করা হয়; এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, একটামাত্র স্বরূপের পাশাপাশি একটামাত্র সাধিত কর্ম রয়েছে, অর্থাৎ যখন ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব একটামাত্র স্বরূপ, তখন সেই একটামাত্র স্বরূপের সাধিত কর্ম ঈশ্বরত্বের সঙ্গে একত্রিত মনুষ্যত্বের একটামাত্র কর্ম।

(গ) ‘মানুষ অসিদ্ধ এমন দু’টো অংশ দ্বারা গঠিত’ (ইত্যাদি): একটামাত্র স্বরূপে বিরাজিত ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যকার একত্রীকরণ বিষয়ে একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে আপোল্লিনারিউস মানুষের মধ্যে বিরাজিত প্রাণ ও দেহের মধ্যকার একত্রীকরণ উপস্থাপন

করেন: সেই প্রাণ ও দেহ এমনভাবেই একত্রিত যে কেবল প্রাণের কথা উল্লেখ করলেও গোটা মানুষই নির্দেশিত। এই উদাহরণ ভাবীকালে, বিশেষভাবে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিলের সময় থেকেই (আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল দ্রঃ), খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবাদে খুবই প্রচলিত হল।

৬ (ক) 'তিনি আত্মা': ২য় শতাব্দী থেকে 'আত্মা' শব্দটা সাধারণ অর্থ অনুসারে অনুধাবনযোগ্য ছিল, অর্থাৎ শব্দটা ঐশ্বরিক সেই স্বরূপ বা সত্তা নির্দেশ করত (যোহন ৪:২৪, 'ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ') যা, ৪র্থ শতাব্দীতে, সাধু বাসিল ত্রিত্বের হিপোস্তাসিস-ত্রয়ের উপরে আরোপ করেন।

'অদৃশ্যমান ঈশ্বর দৃশ্যগত দেহে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন' (ইত্যাদি): একথার মধ্য দিয়ে আপোল্লিনারিউস বলতে চান, একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সেই লোগোস-বাণী মানুষ হলেন: এতে মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের কোন একীভূতি হয়নি (যেইভাবে আপোল্লিনারিউসের চলতি লেখায় সাথে সাথে ব্যাখ্যা করা হয়)।

৭ (ক) যোহন ১৭:৫ দ্রঃ।

৮ (ক) 'সমসত্তাময়': নিকেয়া-মহাসভার বিশ্বাস-সূত্রের 'ὁμοούσιος' (হমোউসিওস - সমসত্তার অধিকারী বা সমসত্তাময়) শব্দটা যা ত্রিত্ব ক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে ব্যবহৃত ছিল, তা এখানে খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে উপনীত: নিজের মধ্যে বিরাজিত ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের একত্রীকরণের জোরে, যেহেতু ঈশ্বরের ও মানুষের গুণাবলি একীভূত না হয়ে বরং অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, সেজন্য ঈশ্বরত্বের দিক দিয়ে খ্রিষ্ট পিতার সঙ্গে সমসত্তাময়, ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে সমসত্তাময়। এই ধারণার পরিভাষা এসময় থেকে খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সমস্ত বিবাদে যুগ যুগ ধরে উপস্থিত থাকল।

২। একত্রীকরণ প্রসঙ্গ

আপোল্লিনারিউসের এই ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁর ভ্রান্ত খ্রিষ্টতত্ত্ব স্বল্প কথায় প্রকাশ করে

বাস্তবিকই, যেহেতু পল উত্তমরূপে ঘোষণা করেন, *আমরা সর্বশক্তিমান ও অনন্য ঈশ্বরের মধ্যে জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত* (ক), সেজন্য, যিনি মাংসে তাঁবু খাটালেন, সেই লোগোস-বাণীর মাধ্যমে মাংসকে সঞ্জীবিত ও গতিশীল করার জন্য কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাও যথেষ্ট, কেননা ঐশ্বরিক পরাক্রম প্রাণের (খ) ও মানবীয় ধীশক্তির স্থান নেয়। এজন্য যোহন স্বর্গ থেকে তাঁর আগমন তাঁবু (গ) বলেও অভিহিত করেন। কেননা যখন তিনি বলেন 'বাণী হলেন মাংস' (ঘ), তখন তিনি ['মাংস' এর পরে] 'ও প্রাণ' যোগ

করেননি। কেননা ধীশক্তি ও ইচ্ছা সংক্রান্ত তত্ত্ব দু'টোর পক্ষে একসাথে সহঅস্তিত্বশীল হওয়া সম্ভব নয় যাতে করে একটা নিজের ইচ্ছা ও প্রাণশক্তি দ্বারা অপরটার বিরোধিতা না করে। সেইজন্য লোগোস-বাণী মানবীয় প্রাণ নেননি, কেবল আব্রাহামের বংশকেই নিলেন। কেননা যিশুর দেহ-পবিত্রধাম শলোমনের পবিত্রধাম দ্বারা পূর্বচিহ্নিত হয়েছিল, সেই যে পবিত্রধাম ছিল প্রাণবিহীন, ধীশক্তিবিহীন, ইচ্ছাশক্তিবিহীন (ঙ)।

(ক) প্রেরিত ১৭:২৮ দ্রঃ।

(খ) কোন কোন লেখায় আপোল্লিনারিউস ও তাঁর পন্থীরা এটা বলেন যে, খ্রিষ্টে মানবীয় কোন প্রাণ ছিল না, অন্য অন্য লেখায় তাঁরা বলেন, খ্রিষ্ট প্রাণের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু সেই প্রাণ ছিল ধীশক্তিবিহীন।

(গ) 'যোহন স্বর্গ থেকে তাঁর আগমন তাঁবু বলেও অভিহিত করেন': আপোল্লিনারিউস নিজের ধারণা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, খ্রিষ্টের মাংস এমন তাঁবুস্বরূপ যেখানে লোগোস-বাণী বসবাস করেছেন। এধারণা আন্তিওখিয়ার বিশপদেরও কাছে প্রিয় ছিল; সেজন্য, পরবর্তীকালে, আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল ধারণাটা প্রত্যাখ্যান করবেন, কেননা তাঁর মতে ধারণাটা বাহ্যিকই মাত্র একত্রীকরণ নির্দেশ করে।

(ঘ) যোহন ১:১৪।

(ঙ) 'যিশুর দেহ-পবিত্রধাম': যিশু নিজেই নিজের দেহকে যেরুশালেমের পবিত্রধামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন (যোহন ২:১৪ দ্রঃ)। আন্তিওখিয়ার বিশপগণও বলতেন, খ্রিষ্টের দেহ এমন পবিত্রধাম যেখানে লোগোস-বাণীর ঈশ্বরত্ব বসবাস করেছিলেন; কিন্তু, পরবর্তীকালে, আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল এসমস্ত গ্রাহ্য করলেন না। যাই হোক, এখানে আপোল্লিনারিউস পবিত্রধাম সংক্রান্ত এই তুলনা নিজের খ্রিষ্টতত্ত্বের জন্য উপযোগী করে যেরুশালেমের পবিত্রধামের তথা খ্রিষ্টের সেই মানবীয় দেহের জড়তা ও অকেজোতা তুলে ধরেন যা কেবল ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীর উপস্থিতিতেই সঞ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৩। ইওবিয়ানুসের কাছে পত্র

লেখাটা আপোল্লিনারিউসের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি, যা তিনি ৩৬৩ সালে রোম-সম্রাট ইওবিয়ানুসের কাছে উপস্থাপন করেন। কালক্রমে লেখাটা সাধু আথানাসিউসেরই লেখা বলে ছড়িয়ে পড়ে।

১। ‘*যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন যিনি নরী থেকে জন্ম নিলেন*’ (ক), ঐশঅনুপ্রাণিত প্রেরিতদূতের এবাণী অনুসারে আমরা স্বীকার করি: সর্বযুগের পূর্বে সনাতনভাবে জনিত যিনি, ঈশ্বরের সেই পুত্র চরমকালে আমাদের পরিত্রাণের জন্য মাংস অনুসারে মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। এবং সেই একই পুত্র হলেন ঈশ্বরের পুত্র ও আত্মা অনুসারে ঈশ্বর ও মাংস অনুসারে মানবপুত্র। সেই একমাত্র পুত্র যে দু'টো স্বরূপ এমন নয় যার ফলে একটা স্বরূপ উপাসনার যোগ্য ও অপরটা উপাসনার যোগ্য নয় (খ), কিন্তু তিনি হলেন মাংস-হওয়া লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের একটামাত্র স্বরূপ যা তাঁর নিজের মাংস সহ একটামাত্র উপাসনার যোগ্য (গ)। দু'টো পুত্র যে আছেন তাও নয়, কেমন যেন একজন হতেন সত্যকার ঈশ্বরের সেই পুত্র যিনি উপাসনার যোগ্য, ও অপরজন হতেন মারীয়া থেকে সঞ্জাত সেই মানুষ যিনি উপাসনার যোগ্য নন ও অনুগ্রহ গুণেই (ঘ) ঈশ্বরের পুত্র হলেন যেভাবে মানুষেরাও তা হতে পারে; না, বরং, যেমন বলেছি, যিনি ঈশ্বরের জনিতজন তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, এবং অন্য কেউ নয় বরং ইনিই চরমকালে মারীয়া থেকে মাংস অনুসারে জন্মও নিলেন। তাই, ‘থেওতোকোস’ [Θεοτόκος - ঈশ্বরজননী] মারীয়া যখন দূতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘*এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?*’, তখন দূত তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, ‘*পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন*’ (ঙ)।

২। সুতরাং (ক), কুমারী মারীয়া থেকে যিনি জন্ম নিলেন তিনি হলেন স্বরূপে ঈশ্বর ও সত্যকার ঈশ্বর, তিনি যে অনুগ্রহ ও সহভাগিতা গুণে ঈশ্বর তা নয়, এমন মানুষও নন যিনি মারীয়া থেকে ধারণ করা মাংস অনুসারেই মাত্র মানুষ, বরং তিনি আত্মা অনুসারে ঈশ্বরের স্বয়ং পুত্র ও একাধারে সেই ঈশ্বর যিনি মাংস অনুসারে আমাদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করলেন, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *খ্রিষ্ট মাংসে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিধায়* [ইত্যাদি] (খ); আরও, সেই ঈশ্বর ‘যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন’ (গ)। তিনি ঈশ্বরত্ব অনুসারে যন্ত্রণা-সাপেক্ষ-নয় ও অপরিবর্তনশীল হয়ে রইলেন, যেইভাবে নবী দ্বারা বলা হয়েছিল, *আমি ঈশ্বর, আমাতে*

কোন পরিবর্তন নেই (ঘ)। আমাদের জন্য সেই মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে বিনাশ করার জন্য তিনি আমাদের পাপের জন্য মাংস অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুতেই মৃত্যুবরণ করলেন, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? ওহে পাতাল, কোথায় তোমার হুল?* (ঙ); আরও, *খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন* (চ)। কিন্তু তিনি অমর হয়ে রইলেন ও নিজের ঈশ্বরত্ব গুণে তাঁকে মৃত্যুর বশ্যতায় ধরে রাখা হয়নি যেহেতু তিনি হলেন পিতার যন্ত্রণা-সাপেক্ষ-নয় পরাক্রম, যেইভাবে পিতর বলেন, *মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না* (ছ)। তিনি পুনরায় স্বর্গে আরোহণ করলেন, ও লোগোস-বাণীর পৃথিবী থেকে [স্বর্গে] উন্নীত মাংস অনুসারে তিনি পিতার ডান পাশে আসীন, যেইভাবে দাউদ বলেন, *আমার প্রভুর প্রতি প্রভুর উক্তি: আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর* (জ) ও সেই কথা অনুসারেও যা স্বয়ং প্রভু দ্বারা ও প্রেরিতদূতদের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরত্ব অনুসারে তিনি সীমাবদ্ধ নন, বরং অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে সর্বস্থান ঘিরে রাখেন যেহেতু তিনি পিতার অকথনীয় পরাক্রম, যেইভাবে পল শিক্ষা দিয়ে বলেন, *খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* (ঝ)। এবং যেইভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই অনুসারে, যিনি ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর, তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন, প্রেরিতদূতের এবাণী অনুসারে, *তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন ও প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে প্রশংসা ও নিন্দা দেবেন* (ঞ)।

৩। যে কেউ পবিত্র শাস্ত্র থেকে নেওয়া এ ধর্মতত্ত্বের চেয়ে অন্যথা শিক্ষা দেয়, ও এমনটা বলে যে, ঈশ্বরের সেই পুত্র একজন, ও অনুগ্রহ গুণে আমাদের মত পুত্র-হওয়া যিনি তিনি মারীয়া থেকে সঞ্জাত মানুষ অপর একজন যার ফলে দু'জন পুত্র রয়েছেন তথা ঈশ্বরের জনিতজন যিনি, স্বরূপে ঈশ্বরের সেই পুত্রই একজন, ও অনুগ্রহ গুণে মারীয়া থেকে সঞ্জাত মানুষ যিনি, তিনি আর একজন: অর্থাৎ (ক) যে কেউ বলে, আমাদের প্রভুর মাংস ঊর্ধ্ব থেকে আগত হয়েছে ও কুমারী মারীয়া থেকে ধারণ করা হয়নি, অথবা, ঈশ্বরত্ব মাংসে রূপান্তরিত বা একীভূত বা পরিবর্তিত হয়েছেন, বা পুত্রের ঈশ্বরত্ব যন্ত্রণাভোগ করেছেন, বা আমাদের প্রভুর মাংস মানুষেরই মাংস হওয়ায়

উপাসনার যোগ্য নয়, বরং তেমন লোক যদি এটা ঘোষণা না করে যে, প্রভুর ও ঈশ্বরের মাংস বলে সেই মাংস উপাসনার যোগ্য, তবে মণ্ডলী তাকে আনাথেমা বলে ঘোষণা করে, সেই [ঐশঅনুপ্রাণিত] প্রেরিতদূতের খাতিরে যিনি বলেন, *তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে, সে আনাথেমা হোক!* (খ)।

---

১ (ক) গা ৪:৪।

(খ) আপোল্লিনারিউস এখানে আন্তিওখিয়া-মণ্ডলীর পরম্পরাগত খ্রিষ্টতত্ত্বের সবচেয়ে দুর্বল দিক তুলে ধরেন, কেননা সেই খ্রিষ্টতত্ত্ব দু'টো স্বরূপ ঘোষণা করায় খ্রিষ্টে বিরাজমান দু'টো 'ব্যক্তিত্ব' সমর্থন করত যা ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলির অধিকারী।

(গ) 'তিনি হলেন মাংস-হওয়া লোগোস-বাণী-ঈশ্বরের একটামাত্র স্বরূপ যা তাঁর নিজের মাংস সহ একটামাত্র উপাসনার যোগ্য': বাক্যটা আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে; 'একটামাত্র স্বরূপ' শব্দটা খ্রিষ্টের একটামাত্র ইচ্ছা ও কর্মশক্তি তথা তাঁর একত্বই ঘোষণা করে; 'মাংস-হওয়া' শব্দটা এটা ঘোষণা করে যে, এই একটামাত্র স্বরূপ মনুষ্যত্বের সেই গুণাবলিরও অধিকারী যা খ্রিষ্টের একত্বে বর্তমান হলেও তবু আপোল্লিনারিউস ঈশ্বরের স্বীয় গুণাবলি থেকে পৃথক রাখেন। কালক্রমে, আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল এধারণা সাধু আথানাসিউসের ধারণা বলে মনে ক'রে ৪৩৩ সাল থেকে তা আন্তিওখিয়ার খ্রিষ্টতত্ত্ব-বিরোধী নিজের খ্রিষ্টতত্ত্বের মূলসুর করে তোলেন।

(ঘ) পুরা অনুচ্ছেদ আন্তিওখিয়ার চরমপন্থীদের সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্বের আর একটা দিক তুলে ধরে: খ্রিষ্টকে দু'টো ব্যক্তিত্বে ভাগ ক'রে ও মানব-যিশু ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পুত্রের উচিত মর্যাদা অস্বীকার করতে সম্মত না হয়ে তারা এক দিকে খ্রিষ্টকে 'অনুগ্রহ গুণেই' ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করত ও এর বিপরীতে সেই লোগোস-বাণীকে 'স্বরূপেই' ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করত।

(ঙ) লুক ১:৩৪, ৩৫।

২ (ক) এখান থেকে শুরু করে আপোল্লিনারিউস যা কিছু ঘোষণা করেন, তা ঈশ্বরের পুত্র সেই লোগোস-বাণীর একত্ব ভিত্তি করেই অনুধাবনযোগ্য। এই একত্বের জোরে ঈশ্বরের পুত্র মাংস অনুসারে মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, মাংস অনুসারে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু একই সময় তাঁর ঈশ্বরত্ব অপরিবর্তনশীল হয়ে থেকে যাচ্ছিল।

(খ) ১ পি ৪:১।

(গ) রো ৮:৩২।

(ঘ) মালা ৩:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) ১ করি ১৫:৫৫ দ্রঃ।

(চ) ১ করি ১৫:৩।

(ছ) প্রেরিত ২৪২৪।

(জ) সাম ১১০:১।

(ঝ) ১ করি ১:২৪।

(ঞ) ১ করি ৪:৫ দ্রঃ।

৩ (ক) এখান থেকে 'পুত্রের ঈশ্বরত্ব যন্ত্রণাভোগ করেছেন' বাক্য পর্যন্ত আপোল্লিনারিউস নানা ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেন যা তাঁর বিপক্ষরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্বের প্রধান ধারণাসমূহ মিথ্যা বর্ণনা ক'রে তাঁর নিজেরই ঘোষণা বলে তাঁকে নিন্দা করত। প্রকৃতপক্ষে, যেভাবে উপরে দেখানো হয়েছে, সেই অনুসারে আপোল্লিনারিউস স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, লোগোস-বাণী কুমারী মারীয়াতে মাংস ধারণ করেছিলেন, ও এটাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ঈশ্বরত্ব একটামাত্র ব্যক্তিত্বের একত্বে মাংসের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করায় সেই মাংস থেকে নিজেকে পৃথক রেখেছিলেন; কিন্তু তাঁর বিপক্ষরা এবিষয়ে তাঁর ঘোষণাগুলো থেকে এমন কতগুলো চরমধর্মী সিদ্ধান্ত বের করত যা তিনি প্রকৃতপক্ষে কখনও সমর্থন করেননি।

(খ) গা ১:৯।

আপোল্লিনারিউসের বিপক্ষে প্রবীণ ক্লেদোনিউসের কাছে সাধু গ্রেগরির প্রথম পত্র (আংশিক)

কাপ্পাদোকীয় পিতৃগণ (বিশপ বাসিল, নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ গ্রেগরি ও নিসার বিশপ গ্রেগরি), বিশেষভাবে বিশপ বাসিল আপোল্লিনারিউসকে চিনতেন এমনকি তিনি যৌবনকাল থেকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখছিলেন (যদিও ত্রিত্বতত্ত্ব ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে একমত ছিলেন না) ও ৩৬১ থেকে ৩৬৪ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছিল। সেজন্য যখন আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ে সমালোচনামূলক কথা ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিশপ বাসিল ও গ্রেগরি সেবিষয়ে কিছুটা বলার আগে কিছু সময় অপেক্ষা করেন। ইতিমধ্যে বিশপ বাসিলের মৃত্যু হয়, কিন্তু যখন আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত নাজিয়াঞ্জুসে পরিব্যাপ্তি লাভ করে ও ভ্রান্তমতপন্থীরা অন্যায়ভাবে গ্রেগরিকে নিজেদের সমর্থনকারী বলে ঘোষণা করে, তখন, সেই ৩৮১ ও ৩৮২ সালে, বিশপ গ্রেগরি সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই প্রবীণ ক্লেদোনিউসের কাছে পত্র লিখে পাঠান যিনি সেসময়, বিশপের অনুপস্থিতিতে, নাজিয়াঞ্জুস মণ্ডলীর পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

বিশপ গ্রেগরির প্রধান সমালোচনা আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্বের সেই বিষয় লক্ষ করে যা অনুসারে লোগোস-বাণীর ধারণ-করা-মনুষ্যত্ব অপূর্ণাঙ্গ বলে উপস্থাপিত, এবং আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্ব যেমন খ্রিষ্টের সাধিত পরিত্রাণ সংক্রান্ত, তেমনি বিশপ গ্রেগরির খ্রিষ্টতত্ত্বও একই বিষয় সংক্রান্ত কিন্তু আপোল্লিনারিউসের যুক্তির চেয়ে বিশপ গ্রেগরির যুক্তি একেবারে উল্টো দিকে ধাবিত। বিষয়টা এ মূলসুরে ব্যক্ত করা যেতে পারে: খ্রিষ্ট মনুষ্যত্ব থেকে যা কিছু ধারণ করেছেন তা সবই ত্রাণ করেছেন। মূলসুরটা ২য় শতাব্দী থেকেই প্রচলিত ছিল, এবং সেটা ভিত্তি করে সেকালের যে জ্ঞানমার্গপন্থীরা এটা সমর্থন করত যে, মানুষের দেহ শেষ অবক্ষয়ের জন্য নিরূপিত, তারা এটা ধরে নিত যে, মানুষের যা ত্রাণ করার বিষয় তথা মানুষের আত্মা ও প্রাণ, কিন্তু তার দেহ নয়, তা ত্রাণ করার লক্ষ্যে যে স্বর্গীয় ত্রাণকর্তা জগতে নেমে এসেছিলেন, তিনি মানুষের আত্মা ও প্রাণ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু যে দেহ তিনি ধারণ করেছিলেন তা বাস্তব ছিল না বরং তা দেখতেই মাত্র দেহ ছিল এমনকি মাংসময় দেহ আদৌ ছিল না। অপরদিকে যথার্থ বিশ্বাসের সমর্থনকারী যাঁরা, সেই ইরেনেউস, তের্তুল্লিয়ানুস ও অরিগেনেস এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, যেহেতু মানুষের দেহ জগৎশেষে পুনরুত্থান করার জন্য নিরূপিত, সেজন্য দেহও পরিত্রাণ পাবার অত্যাবশ্যক পাত্র; এবং এ যুক্তি ভিত্তি করে যেহেতু তাঁরা

এবিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন যে, খ্রিষ্ট মানুষের সম্পূর্ণতায়ই অর্থাৎ তার দেহ সহই মানুষকে ত্রাণ করেছিলেন, সেজন্য এটা সমর্থন করেছিলেন যে, খ্রিষ্ট এমন মনুষ্যত্ব ধারণ করেছিলেন যা আত্মা, প্রাণ ও দেহ বিশিষ্ট মনুষ্যত্ব। কিন্তু ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, অর্থাৎ আপোল্লিনারিউস ও গ্রেগরির সময়ে এমন কেউই আর ছিল না যে ত্রাণকর্তার ধারণ-করা-দেহকে একেবারে বাস্তব বলে সমর্থন করত না; কিন্তু তবুও আপোল্লিনারিউস এটা অস্বীকার করছিলেন যে, খ্রিষ্ট মানবীয় প্রাণ ধারণ করেছিলেন, এবং এ ৪র্থ শতাব্দীতে প্রাণ বলতে তাও অন্তরর্ভুক্ত ছিল যা ২য় ও ৩য় শতাব্দীর সেই ঐশতত্ত্ববিদগণ মানুষের আত্মা বলে নির্দেশ করছিলেন। তাই বিশপ গ্রেগরি আপোল্লিনারিউস-পন্থীদের বিপক্ষে সেই প্রাচীন যুক্তি হাতিয়ার করে সেটাকে সময়-উপযোগী করে তোলেন, তথা: যেহেতু খ্রিষ্ট মানুষের সম্পূর্ণতায় তার পরিত্রাণ সাধন করেছেন, সেজন্য মনুষ্যত্বকে তার সম্পূর্ণতায় অর্থাৎ দেহ সহ প্রাণকেও সম্পূর্ণরূপে ধারণ করেছেন, অন্যথা মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণকৃত হত না।

নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ গ্রেগরির সঙ্গে নিসার বিশপ গ্রেগরিও একই ধারণা সমর্থন করেন, তাই আপোল্লিনারিউসের ধারণার বিপক্ষে, উভয় বিশপ গ্রেগরি আন্তিওখিয়া মণ্ডলীগুলোর বিশপদের সঙ্গে যোগ দেন; কিন্তু তবু এক্ষেত্রে উভয় গ্রেগরির সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্ব ও আন্তিওখিয়ার বিশপদের সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্ব (যা উপরে উপস্থাপিত) সম্পূর্ণরূপে এক নয়: কেননা যদিও একথা সত্য যে আপোল্লিনারিউসের সমর্থিত খ্রিষ্টের একটামাত্র স্বরূপের বিপক্ষে বিশপ গ্রেগরি আন্তিওখিয়ার বিশপদের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করেন, খ্রিষ্টে দু'টো স্বরূপ বিরাজিত, তবু এনাদের চেয়ে তিনি খ্রিষ্ট-ব্যক্তিত্বের একত্বের উপরে আরও বেশি জোর দেন; কেননা এনাদের চেয়ে তিনিই আপোল্লিনারিউসের খ্রিষ্টতত্ত্বের দুর্বলতা উপলব্ধি করেন, এবং এক্ষেত্রে তাঁর উপস্থাপনা ভাষাগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সূক্ষ্ম না হলেও তবু তাঁর এধারণা বেশ কয়েক শতক পরে (৪৫১ সালে) খাল্কেদোন-মহাসভা দ্বারা চূড়ান্ত উপস্থাপনায় জারীকৃত হয় (তথা অনন্য খ্রিষ্টে দ্বৈতস্বরূপ বিরাজিত, বা, অনন্য খ্রিষ্ট দ্বৈতস্বরূপের অধিকারী)।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে, বিশপ গ্রেগরির এখানে উপস্থাপিত লেখা খ্রিষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবাদ ক্ষেত্রে এতই প্রভাবশালী হল যে, বিবাদের দুই পক্ষই নিজ নিজ ধারণা সমর্থন করার জন্য বিশপ গ্রেগরির এলেখার উপরেই নির্ভর করে।

গ্রীক পাঠ্য: P. Gallay (Souce Chrétiennes 208)-এর পুস্তক on-line না থাকায় বিকল্প গ্রীক পাঠ্য এ লিংকে পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে P. Gallay-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

গ্রেগরি সম্মাননীয় ও ঈশ্বরপ্রিয় ভ্রাতা ও সহকর্মী প্রবীণ ক্লেদোনিউসের সমীপে: প্রভুতে শুভেচ্ছা।

(…)

৩। প্রভু-মানুষ যিনি [ক] (ওরা তো তেমনটাই বলে থাকে), বা যথার্থ ভাষায়, যিনি আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর তিনি ধীশক্তিবিহীন মানুষ: এমনটা মেনে নেওয়ায় ওই লোকেরা যেন অন্যদের ও নিজেদেরও না ভোলায়। কেননা আমরা মানুষকে ঈশ্বরত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করি না, বরং সেই একমাত্রজন ও একইজনকে ঘোষণা করি [খ] যিনি আগে মানুষ নন কিন্তু কেবলমাত্র ঈশ্বর ও পুত্র ও যুগগুলোর পূর্বকালীন, দেহের সঙ্গে ও যা কিছু দৈহিক তার সঙ্গে মিশ্রিত নন কিন্তু যিনি, অবশেষে, মানুষও, তথা আমাদের পরিত্রাণের জন্য ধারণ করা এমন মানুষ যিনি মাংসে যন্ত্রণা-সাপেক্ষ, ঈশ্বরত্বে যন্ত্রণা-সাপেক্ষ-নন, দেহে সীমাবদ্ধতা-সাপেক্ষ, আত্মায় [গ] সীমাবদ্ধতা-সাপেক্ষ-নন, সেই একইজন যিনি পার্থিব ও স্বর্গীয়, দৃশ্যমান ও উপলব্ধ, বোধগম্য ও অবোধগম্য, যাতে যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ ও ঈশ্বর, সেই একইজন থেকে সেই পুরা মানুষ [ঘ] নবসৃষ্ট হয় যে মানুষ পাপের অধীনে পতিত হয়েছিল।

৪। পবিত্রা মারীয়া যে ‘থেওতোকোস’ [Θεοτόκος - ঈশ্বরজননী] [ক] নন, যে কেউ তেমনটা মনে করে সে ঈশ্বরত্বের বাইরে রয়েছে। লোগোস-বাণী কুমারীর মধ্য দিয়ে কেমন যেন একটা নলের মধ্য দিয়েই পার হলেন ও তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক ও মানবীয় ভাবে গঠিত হননি (আমি বলছি ‘ঐশ্বরিক ভাবে’: যেহেতু তিনি মানুষের সহযোগিতা ছাড়া গঠিত হলেন; আমি তো বলছি, ‘মানবীয় ভাবে’: যেহেতু তিনি মানবগঠন-বিধানের অধীন হয়ে গঠিত হলেন): যে কেউ তেমনটা বলে সেও ঈশ্বরবিহীন। আগে

মানুষ সৃষ্ট হলেন, ও তারপরেই ঈশ্বর সেই মানুষকে পরিধান করলেন: যে কেউ তেমনটা বলে সে নিন্দার পাত্র, কেননা এটা ঈশ্বরের জন্ম নয় বরং জন্ম-বর্জন। আরও, যে কেউ দু'টো পুত্রকে তথা পিতা ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত একটা পুত্রকে ও মাতা থেকে সঞ্জাত দ্বিতীয় একটা পুত্রকে অনুপ্রবেশ করিয়ে বরং একজনমাত্র ও একইজনকে প্রবেশ করায় না, সে সেই দত্তকপুত্রত্ব থেকে পতিত হয় যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করে। কেননা সেই স্বরূপ তো দু'টো তথা ঈশ্বর ও মানুষ, কারণ প্রাণ ও দেহও দু'টো স্বরূপ (খ) কিন্তু সেই দু'টো দু'টো পুত্রও নয়, দু'টো ঈশ্বরও নয়। কেননা আমাদের অন্তরেও দু'টো মানুষ রয়েছে যদিও পল মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থাকে ঠিক তাই চিহ্নিত করে থাকেন (গ)। এক কথায়: ত্রাণকর্তা যা দিয়ে গঠিত তা অন্য-কিছু ও অন্য-কিছু (ঘ), কেননা যা অদৃশ্যমান ও যা দৃশ্যমান, যা কালের বাইরে ও যা কালের অধীন তা এক জিনিস নয়, কিন্তু তা তো অন্য-জন ও অন্য-জন নয়; দূরের কথা। কেননা সেই দু'টো বাস্তবতা মিশ্রণের ফলে একটামাত্র জিনিস (ঙ), কেননা ঈশ্বর মানুষ হলেন ও মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠল, বা যেইভাবে একজন বলতে ইচ্ছা করুক না কেন। আমি তো 'অন্য-কিছু ও অন্য-কিছু' বলছি, কিন্তু ত্রিত্ব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপরীত (চ)। কেননা এখানে [অর্থাৎ ত্রিত্বে] অন্য-জন ও অন্য-জন রয়েছেন পাছে আমরা হিপোস্তাসিসসমূহ একীভূত করি। অন্য-কিছু ও অন্য-কিছু এমন নয়, কেননা সেই ত্রয় [তিনজন] ঈশ্বরত্বে এক ও একই বিষয়স্বরূপ।

(…)

৭। যে কেউ ধীশক্তিবিহীন (ক) মানুষে আশা রাখে, সে নিজেই তো সত্যিকারে ধীশক্তিবিহীন ও সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাবার যোগ্য নয়। কেননা যা কিছু ধারণ করা হয় না তা নিরাময় হয় না (খ), কিন্তু যা কিছু ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র করা হয়েছে, তা পরিত্রাণ পায়। যদি আদম অর্ধেক ভাবে পাপ করতেন, তাহলে যা ধারণ করা হয়েছে ও পরিত্রাণ পেয়েছে তাও অর্ধেক হত। কিন্তু, যেহেতু আদম নিজের পূর্ণতায় পাপ করেছেন, সেজন্য তাঁকে এমন একজনের সঙ্গে একত্র করা হয়েছে যিনি সম্পূর্ণ ভাবে জনিত হয়েছেন, এবং এর ফলে আদম সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্রাণ পান। সেজন্য ওরা সেই সম্পূর্ণ পরিত্রাণ বিষয়ে

আমাদের নিন্দা না করুক ও ত্রাণকর্তাকে কেবল হাড়, স্নায়ু ও মানব চেহারা দিয়ে পরিবৃত না করুক। কেননা যদি ধারণ-করা মানুষ প্রাণহীন হত, তাহলে ঈশ্বরত্বে যন্ত্রণা-সাপেক্ষতা আরোপ করার জন্য আরিউসপন্থীরাও ঠিক তাই বলে, এই অর্থে যে, দেহকে যে স্থানান্তর করে সে যন্ত্রণাও ভোগ করে। আরও, মানুষ প্রাণবিশিষ্ট কিন্তু ধীশক্তিবিহীন হলে (গ), তবে মানুষ কোথায়? কেননা মানুষ ধীশক্তিবিহীন প্রাণী নয়। এবং এর ফলে এটাই আবশ্যকীয় হত যে, চেহারা ও আবাস মানুষেরই হত, কিন্তু প্রাণ হত ঘোড়ার বা বলদের বা ধীশক্তিবিহীন প্রাণীদের মধ্যে অন্য একটা প্রাণীর প্রাণ। কিন্তু তেমনটা হলে তাহলে এটাও পরিত্রাণের পাত্র হত, আর আমাকে সত্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হত, কারণ একজন সম্মানিত হতে হতে, অপর একজন এই আমিই গর্ব করতাম (ঘ)। কিন্তু মানুষ ধীশক্তিবিহীন নয় কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্নই হলে তবে ওরা নিজেদের সত্যিকার ধীশক্তিবিহীন হওয়াটা বন্ধ করে দিক।

৮। কিন্তু ওরা প্রতিবাদ করে বলে (ক), ধীশক্তির স্থানে ঈশ্বরত্বই যথেষ্ট হত। কিন্তু আমার জন্য এমনটা কি উপকারিতা আনে? কেননা কেবল সেই মাংস সহ-ই যে ঈশ্বরত্ব মানুষ হন তা নয়, কেবল প্রাণ সহও নয়, ধীশক্তিবিহীন প্রাণ ও মাংস সহও নয়, কারণ মানুষ সর্বোপরি এটাই [তথা ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণ ও মাংস]। তাই আমাকে একেবারে উপকৃত করার জন্য সম্পূর্ণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখ ও ঈশ্বরত্বকে মিশ্রিত কর। এতে ওরা বলে, তা কিন্তু সিদ্ধতাপ্রাপ্ত দু'টো বাস্তবতা ধারণ করতে পারত না। তুমি যদি দৈহিক দিক দিয়ে লক্ষ কর, তাহলে তা অবশ্যই পারত না, কেননা এক মেদিম্নের পাত্র দুই মেদিম্ন পরিমাণ ধারণ করতে পারে না, একটামাত্র দেহের স্থানও দু'টো বা তিনটে দেহ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি এসমস্ত কিছু আধ্যাত্মিক ও অশরীরী বিষয় বলে গণ্য কর, তাহলে লক্ষ কর: আমি নিজেই প্রাণ , যুক্তিক্ষমতা, ধীশক্তি ও পবিত্র আত্মাকে ধারণ করতে পারি; এবং আমার আগে এই জগৎ তথা দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণীর সমন্বয় পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে ধারণ করতে পারল। কেননা আধ্যাত্মিক বিষয়াদির প্রকৃতি এমন যে, সেগুলো অশরীরী ভাবে ও নিজেদের মধ্যে ও দেহগুলোর সঙ্গে বিভাজন ছাড়া যুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে নানা কণ্ঠও একটামাত্র কান দ্বারা, নানা দৃষ্টবস্তুও চোক্ষুষ অঙ্গগুলো দ্বারা, গন্ধও ঘ্রাণ-অঙ্গগুলো দ্বারা ধারণ করা হয় তবু এর ফলে উপলব্ধ

জিনিসগুলো নিজেদের মধ্যে সঙ্কুচিত ও সংক্ষেপিতও হয় না ও ইন্দ্রিয়যোগ্য বস্তুগুলোও ততসংখ্যক উপলব্ধির কারণে ছোট হয় না।

৯। কিন্তু, ঈশ্বরত্বের সঙ্গে তুলনায় কেমন করে মানুষের বা দূতের ধীশক্তি সিদ্ধ হতে পারে যাতে করে একটা বিষয় মহত্তর অপর একটা বিষয়ের উপস্থিতি দ্বারা চাপা হয়? কেননা সূর্যের সামনে একটা রশ্মিও সিদ্ধ নয়, নদীর সাক্ষাতেও সামান্য আর্দ্রতাও সিদ্ধ নয়; এর ফলে, যাতে মহত্তর ও সিদ্ধতর বস্তুগুলো স্থান পেতে পারে সেজন্য ক্ষুদ্র জিনিসগুলোকে বিলীন করতে হবে, বাড়ি থেকে সেই রশ্মি ও ভূমি থেকে আর্দ্রতাও বিলীন করতে হবে। এজন্য এখন আমাদের দেখতে হবে কেমন করে দু'টো সিদ্ধ বস্তুকে ধারণকৃত করা যেতে পারে, অর্থাৎ কেমন করে বাড়ি রশ্মি ও সূর্যকে, ও ভূমি আর্দ্রতা ও নদীকে নিজেতে ধারণ করতে পারে; এবং এতে কোন সন্দেহ নেই: ব্যাপারটা মনোযোগী গবেষণার যোগ্য। নাকি ওরা এটাই জানে না যে, যা একটা বিষয়ের কাছে সিদ্ধ তা অন্য বিষয়ের কাছে অসিদ্ধ যেইভাবে পর্বতের কাছে উপপর্বত ও শিমের কাছে বা বৃহত্তর অন্য বীজের কাছে সর্ষে-দানা অসিদ্ধ? এবং একই জাতের বস্তুর তুলনায় বিষয়টা মহত্তর বললেও কথাটা সত্য। অথবা, তুমি ইচ্ছা করলে, তবে বল: ঈশ্বরের সামনে দূত বা দূতের সামনে মানুষ কী? সেজন্য আমাদের ধীশক্তি সিদ্ধ ও আধিপত্য-তান্ত্রিক বটে, কিন্তু কেবল প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে; কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ নয়, কেননা সেই ধীশক্তি ঈশ্বরের দাস, তাঁরই বশীভূত, ও একই অধিকার ও সম্মানের অধিকারী নয়। কেননা, যেইভাবে লেখা রয়েছে, সেই অনুসারে, ঈশ্বরের দাস হলেও, তবু মোশিও ফারাওর কাছে ছিলেন ঈশ্বর (ক)। জ্যোতিষ্করাজিও রাত্রিকে আলোকিত করে, কিন্তু সূর্যের দ্বারা ছায়ায় পড়ে, যার ফলে দিনমানে এমনটা হয় যে, সেগুলো যে আছে তাও দেখা যায় না। এবং ক্ষুদ্র একটা বাতি মহৎ অগ্নিকাণ্ডের ধারে রাখলে তা নিভিয়েও যায় না, দেখাও যায় না, পৃথকও হয় না, কিন্তু সেই অগ্নিকাণ্ডই সব, যেহেতু যা বেশি শক্তির অধিকারী তাই জয়ী হয়েছে।

১০। সে বলে: কিন্তু আমাদের ধীশক্তি তো দণ্ডিত (ক)। তবে মাংসের দশা কি? মাংসও কি দণ্ডিত নয়? নাকি তুমি পাপের কারণে মাংস বাদ দিচ্ছ ও আবার সেই দেহও

পরিত্রাণের জন্য সামনে দাঁড় করাচ্ছ? যা নিম্নতর তা যখন মাংসধারণের মধ্য দিয়ে পবিত্রিত হবার জন্য ধারণ করা হয়েছে, তখন যা ঊর্ধ্বতর, পবিত্রিত হবার লক্ষ্যে তা কি মনুষ্যত্ব-ধারণের মধ্য দিয়ে ধারণ করা হবে না? যখন কাদামাটি খামিরের সঙ্গে মাখা হয়েছে ও নতুন ময়দার পিণ্ড হয়ে উঠেছে (খ), তখন, হে প্রজ্ঞাবানেরা, ঈশ্বরত্বের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরীকৃত হবার জন্য সেই প্রতিমূর্তি কি খামিরের সঙ্গে মাখা হবে না ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিশ্রিত হবে না? আমি এটাও বলব, পাপ ও দণ্ডের বশীভূত হয়েছে বিধায় যখন ধীশক্তি একেবারে দূর করে দেওয়া হয়েছে ও এজন্য দেহকে ধারণ করা হয়েছে ও ধীশক্তি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন ধীশক্তি ক্ষেত্রে যারা ভ্রান্ত হয়, তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিই দেখাতে হবে, কারণ ঈশ্বরের সাক্ষ্য চিকিৎসার অকেজোতা স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছে। এর চেয়ে আমি কি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে পারি? হে উত্তম পুরুষ, [তোমার মতে] আমি যখন মানুষের উপাসক, তখন তুমি মাংসেরই উপাসক (গ) বিধায়ই মাংসের সঙ্গে ঈশ্বরকে মিলিত করার জন্য আমার ধীশক্তি তুচ্ছ জ্ঞান করছ কেমন যেন সেই মিলন অন্যভাবে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, এবং এজন্য যা মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করে তা তুমি দূর করে দিচ্ছ। অপরদিকে, দার্শনিক নয়, শিক্ষাপ্রাপ্তও নয় যে আমি, আমার ধারণা কি? ধীশক্তি ধীশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় কেননা ধীশক্তি ধীর সঙ্গে বেশি সংশ্লিষ্ট ও বেশি আত্মীয়তা রাখে, ও ধীশক্তি মাংসের সঙ্গে সেই ধীর মধ্য দিয়েই যুক্ত হয় যা ঈশ্বরত্ব ও জড়তার মধ্যে মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করে।

১১। কিন্তু এসো, এবার দেখি: ওদের মতে তাঁর মনুষ্যত্ব-ধারণের কারণটা কি? অথবা, যেইভাবে ওরা বলে থাকে, তাঁর মাংসধারণের কারণটা কি? যখন পুত্র মানুষ হলেন যাতে করে ঈশ্বর বোধগম্য হন (কেননা অন্যথা হলে তবে তিনি বোধগম্য নন) ও আবরণের নিচেই যেন মাংসের মধ্য দিয়ে মানুষদের মাঝে জীবনযাপন করেন, তখন ওদের নাটকীয় ব্যবহার ও মিথ্যা অভিনয় সত্যিই প্রতিভাসম্পন্ন। এমনকি আমাদের মাঝে জীবনযাপন করার জন্য তাঁর আরও বেশি উপায়ও ছিল, সেইভাবে যেভাবে একসময় তিনি সেই আগুনের ঝোপে ও মানুষের আকারে করেছিলেন (ক)। অন্যদিকে, যদি সদৃশজন দ্বারা সদৃশজনকে পবিত্রিত করায় পাপের দণ্ড হরণ করার জন্যই তিনি তেমনটা করে থাকেন, তাহলে দণ্ডিত মাংসের কারণে যেমন তাঁর পক্ষে মাংসের

প্রয়োজন হল ও প্রাণের কারণে প্রাণের প্রয়োজন হল, তেমনি ধীশক্তির কারণে তাঁর পক্ষে সেই ধীশক্তিরও প্রয়োজন হল যা আদমে পাপ করেছিল শুধু নয় কিন্তু প্রথম হয়েই পাপে পতিত হয়েছিল, যেইভাবে চিকিৎসকেরা রোগ-ব্যাধি ক্ষেত্রে বলে থাকেন। কেননা যা আজ্ঞা পেল তা সেই আজ্ঞা পালন করেনি; যা আজ্ঞা পালন করেনি তা অপরাধ করারও দুঃসাহস দেখাল; যা অপরাধ করল তার পক্ষে পরিত্রাণই সর্বোপরি প্রয়োজন হল; যার পক্ষে পরিত্রাণ প্রয়োজন হল তা ধারণও করা হল। এজন্য ধীশক্তিকে ধারণ করা হল।

১২। কথাটা এবার নানা উপপাদ্য ও জ্যামিতিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হল (এটা তো ওদেরই ভাষা), যদিও ওরা তা মেনে নিতে ইচ্ছুক নয়। অথচ তুমি কোন রকমে এমন ভাবেই ব্যবহার করছ, কেমন যেন একটা মানুষকে চোখে এমনকি পায়েও আঘাত ক'রে তুমি তার পা চিকিৎসা করতে কিন্তু তার চোখ চিকিৎসাহীন রাখতে; অথবা, ব্যাপারটা কেমন যেন একটা চিত্রকর ভাল মত না আঁকলে তুমি ছবিটা সঠিক করতে কিন্তু চিত্রকরকে রেহাই দিতে কেমন যেন সে কাজটা ভালই করেছে। এবং তেমন যুক্তির চাপে সঙ্কুচিত হয়ে যদি ওরা শুধু এটুকুই বলে যে, যখন ঈশ্বরের পক্ষে ধীশক্তি ছাড়াও মানুষের পরিত্রাণ সাধন করা সাধ্য, তখন তাঁর পক্ষে মাংস-ছাড়াও তার পরিত্রাণ সাধন করা সাধ্য, কেবল তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই তা করা সাধ্য, সেইভাবে যেভাবে তিনি দেহের প্রয়োজন ছাড়াই বাকি সমস্ত কিছু নির্মাণ করেন ও করে থাকেন। তাই উন্মাদনার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছবার লক্ষ্যে তুমি তো ধীশক্তি সহ মাংসকেও দূর করে দাও। কিন্তু ওরা পাঠ্যের অক্ষর দ্বারা ভুলভ্রান্তিতে পতিত, ও শাস্ত্রের স্বভাব জানে না বিধায় মাংসের দিকে ছোটে। আমরা এবিষয়েও ওদের উপদেশ দেব।

১৩। খ্রিষ্ট যে শাস্ত্রে সর্বত্রই মানুষ ও মানবপুত্র বলে উপস্থাপিত, এবিষয়ে আবার কথা বলার কি দরকার আছে যখন ওরা নিজেরাও বিষয়টা ভালই জানে? *বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন* [ক]: যদি ওরা এ বচনের উপর নির্ভর করে ও এর ফলে চর্মকার যেভাবে চামড়ার পুরু অংশ নিয়ে করে থাকে সেইভাবে ঈশ্বরকে মাংসের সঙ্গে লাগাবার জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠ অংশকে আঁচড়িয়ে ফেলে, তাহলে ওদের কাছে একথা বলার সময় এসে গেছে যে, তেমনটা হলে তবে ঈশ্বর কেবল মাংসেরই

ঈশ্বর হতেন, তিনি প্রাণেরও ঈশ্বর হতেন না যেহেতু লেখা রয়েছে, *তুমি তাঁকে সমস্ত মাংসের উপর অধিকার দিয়েছ* [খ] ; আরও, *তোমার কাছে আসে সকল মাংস* [গ] ও *সমস্ত মাংস* (অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ) *তাঁর পবিত্র নাম ধন্য বলুক* [ঘ]। অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অশরীরী ও অদৃশ্য অবস্থায়ই মিশরে নেমে গেছিলেন ও ফারাও দ্বারা যোসেফের প্রাণকে-ই মাত্র শেকলাবদ্ধ করা হয়েছিল [ঙ] যেহেতু লেখা আছে, *মোট পঁচাত্তরজন প্রাণ মিশরে নেমে গেল* [চ], ও *তাঁর প্রাণ লোহার মধ্য দিয়ে পার হল* [ছ], অর্থাৎ সেই প্রাণ এমন কিছু যা শেকলাবদ্ধ করা যায় না। কেননা যারা এই ধরনের কথা বলে, তারা এটা জানে না যে, সেই কথাগুলো লক্ষণা প্রণালি অনুসারে উক্ত যেহেতু অংশটা সবকিছু নির্দেশ করে, সেইভাবে যেভাবে এতে প্রমাণিত, *কাকশিশুরা ঈশ্বরকে ডাকে* [জ] : হ্যাঁ, এ বচনে সমস্ত জাতের পাখি নির্দেশিত, এবং সেই কৃত্তিকা, সেই সন্ধ্যাতারা ও সেই স্বাতি [ঝ], সমস্ত জ্যোতিষ্ক ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার স্থানে উল্লিখিত।

১৪। এসমস্ত কিছুর সাথে সাথে সেই মাংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় ও মানুষের নিম্নতম স্থান পর্যন্তই তাঁর অবরোহণ করায় ছাড়া আমাদের প্রতি যেন ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয় এর জন্য আর কোনও উপায় ছিল না। কেননা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ এটা মেনে নেবে যে, মাংস প্রাণের চেয়ে কম মূল্যবান। তাই, আমার মতে, 'বাণী হলেন মাংস' বচনটার অর্থ সেই অন্যান্য বচনের একই অর্থ বহন করে যে বচনগুলোতে এটা লেখা রয়েছে যে, আমাদের জন্য তিনি হলেন পাপ ও অভিশাপস্বরূপ [ক]। কেননা প্রভু এতে [অর্থাৎ সেই পাপে বা সেই অভিশাপে] রূপান্তরিত হননি (এমনটা কেমন হতে পারবে?), কিন্তু তিনি তা মেনে নিলেন যেহেতু নিজের উপরে আমাদের পাপরাশি আপন করে নিলেন ও আমাদের রোগ-ব্যাধি বহন করলেন। আমি মনে করি, এ ধারণাগুলো সবার জন্য স্পষ্ট ও বোধগম্য হওয়ায় আপাতত যথেষ্ট হোক। কেননা নিজের বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার জন্য নয়, ভুলভ্রান্তির গতি রোধ করার জন্যই আমি এমনটা লিখছি। এবং একদিন তেমনটা উপযোগী মনে হলে তবে আমি এবিষয়ে আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত পুস্তিকা রচনা করব।

(…)

---

৩ (ক) ‘প্রভু-মানুষ’ (κυριακός ἄνθρωπος - কুরিয়াকোস আন্থ্রপোস) শব্দবিশেষ ৪র্থ শতাব্দীর খ্রিষ্টিয়ান লেখকদের লেখাগুলোতেও পাওয়া যায়: শব্দটার মধ্য দিয়ে লোগোস-বাণীর ধারণ-করা-মনুষ্যত্বকে নির্দেশ করা হত। যেহেতু এমনটা মনে হয় যে, শব্দটা আন্তিওখিয়ার খ্রিষ্টতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য, পরবর্তীকালে, আন্তিওখিয়ার সমর্থিত খ্রিষ্টতত্ত্বের বিরোধী আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল শব্দটা বর্জন করেন।

(খ) ‘সেই একমাত্রজন ও একইজন’: বাক্যটা সংক্ষিপ্তভাবে মানুষ-হওয়া-খ্রিষ্টে তাঁর ব্যক্তিত্বের একত্ব ঘোষণা করে; বাক্যটা তার সংক্ষিপ্ত ঐশতাত্ত্বিক গভীরতার জন্য সেকাল থেকে আজ পর্যন্তও প্রচলিত (যেমন ‘একমাত্রজন ও একইজন খ্রিষ্ট’, বা ‘এক ও একই খ্রিষ্ট’)। পরবর্তী বাক্যগুলো একক ব্যক্তিত্বের সেই মানবীয় ও ঐশ্বরিক উপাদান দু’টো তুলে ধরে যা একত্রিত হলেও তবু একটা অন্যটার মধ্যে একীভূত নয়।

(গ) ‘আত্মায়’: উপরে (আপোল্লিনারিউস, টীকা ১:৭ দ্রঃ) যেভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে ‘আত্মা’ শব্দটা খ্রিষ্টের ঐশ্বরিক দিকটা, তথা, তাঁর ঈশ্বরত্ব, তুলে ধরে।

(ঘ) ‘সেই পুরা মানুষ’: এই বাক্যে বিশপ গ্রেগরির সেই খ্রিষ্টতত্ত্বের ভিত্তি প্রকাশিত যা থেকে ত্রাণকর্তার ‘পুরা’ ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব-ধারণের অত্যাবশ্যকতা উৎসারিত: ‘সেই পুরা মানুষ’ তথা প্রাণ ও দেহ বিশিষ্ট মানুষ আদি পিতামাতার পাপের ফলে পাপের অধীনে পতিত হয়েছিল, এজন্যই খ্রিষ্ট তাকে ত্রাণ করার জন্য ‘পুরা মানুষকে’ ধারণ করেছেন।

৪ (ক) ‘পবিত্রা মারীয়া থেওতোকোস (অর্থাৎ ঈশ্বরজননী) নন’ (ইত্যাদি): আপোল্লিনারিউস-পন্থীদের সমালোচনার শিকার না হবার জন্য বিশপ গ্রেগরি চরমধর্মী খ্রিষ্টতত্ত্বের ক’টা ধারণা বর্জন ও নিন্দা করেন। বাস্তবিকই আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর পরিবেশে কুমারী মারীয়াকে ‘থেওতোকোস’ (ঈশ্বরজননী) বলে নির্দেশ করা কঠিন লাগত যেহেতু তিনি প্রকৃতপক্ষে কেবল মানব যিশুরই মাতা। আসলে, ‘থেওতোকোস’ শব্দটা অরিগেনেসের সময় থেকেই (অর্থাৎ ৩য় শতাব্দী থেকেই) প্রচলিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিশপ যেমন, তেমনি কনস্তান্তিনোপলিসের ৪র্থ শতাব্দীর বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসও সেই নাম কখনও ব্যবহার করেন না, এবং বিশপ নেস্তরিউস নামটা দ্ব্যর্থক বলে গণ্য করেছিলেন বিধায় আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিলের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়েছিল (আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল দ্রঃ)। প্রকৃতপক্ষে নামটা উপরোল্লিখিত সেই নিয়মের (‘Communicatio idiomatum’ - কম্মুনিকাতিও ইদিওমাতুম বলে অভিহিত নিয়ম: অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিনিময়; আপোল্লিনারিউস, টীকা ৪:৩ দ্রঃ) ভিত্তিতেই গ্রহণযোগ্য। ‘লোগোস-বাণী যে কুমারীর মধ্য দিয়ে কেমন যেন একটা নলের মধ্য দিয়েই পার হলেন’ অর্থাৎ, লোগোস-বাণী যে কুমারী থেকে মনুষ্যত্বের কোন কিছুই গ্রহণ না করেই তাঁর মধ্য দিয়ে পার হলেন’, এধারণা অনেক দিন আগেই গ্রীক

জ্ঞানমার্গপন্থীরাও সমর্থন করেছিল, কিন্তু বিশপ গ্রেগরির সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউই তেমন ধারণা আর সমর্থন করত না; একই কথা নিচে উপস্থাপিত সেই প্রাচীনকালীন গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থীদের ধারণার বেলায়ও প্রযোজ্য যা অনুসারে আগে মানুষকে গড়া হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বর তার মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

(খ) আমরা উপরেও (আপোল্লিনারিউস, টীকা ১:৬ দ্রঃ) দেখেছি, আপোল্লিনারিউস মানুষে বিরাজমান প্রাণ ও দেহ সংক্রান্ত সেই উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন যা দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে ভিন্নজাতীয় দু'টো উপাদান একটামাত্র স্বরূপ গঠন করার জন্য একত্র হতে পারে। এখানে বিশপ গ্রেগরি একক ব্যক্তিত্বে দু'টো স্বরূপের একত্রীকরণ দেখাবার জন্য একই উদাহরণ উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে, উদাহরণটা দ্ব্যর্থকই ছিল, কেননা যদি প্রাণ ও দেহের একত্রীকরণের ফলে উৎপন্ন মানুষ একটামাত্র স্বরূপের অধিকারী হয়, তাহলে প্রাণ ও দেহকেও আলাদা ভাবে ধরলে তবে সেই প্রাণ ও দেহও আলাদা দু'টো স্বরূপ বলে গণ্য হতে পারে; সেজন্যই পরবর্তীকালে উদাহরণটা দ্বৈতস্বরূপের সমর্থনকারীদেরও দ্বারা, ও পরবর্তীকালে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল থেকে শুরু ক'রে অদ্বৈতস্বরূপের সমর্থকদেরও দ্বারা ব্যবহৃত হবে। সুতরাং, উদাহরণটা তত নির্ভরযোগ্য নয়।

(গ) ১ করি ১৫:৪৫-৪৭ দ্রঃ।

(ঘ) 'অন্য-কিছু ও অন্য-কিছু': পরবর্তীকালে এধারণাও দ্বৈতস্বরূপ সমর্থনকারীদের দ্বারা বহুবার উল্লিখিত হওয়ার কথা: গ্রেগরির যুক্তি এ: অন্য-কিছু ও অন্য-কিছু বলতে সেই স্বরূপ দু'টোকে তথা ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বকে বোঝায়, কিন্তু অন্য-জন ও অন্য-জন বলতে ত্রিত্বের মধ্যকার ব্যক্তিত্বত্রয়কে বোঝায়। সংজ্ঞার সূক্ষ্মতা যাই হোক না কেন, ধারণা এতই স্পষ্ট যে তা খাল্কেদোন-মহাসভায় (৪৫১ সালে) জারীকৃত হল, তথা: দু'টো স্বরূপে একক খ্রিষ্ট।

(ঙ) 'মিশ্রণ': আপোল্লিনারিউস টীকা ১:৪ দ্রঃ।
পরবর্তী পংক্তিতে 'যেইভাবে একজন বলতে ইচ্ছা করুক না কেন' বলায় বিশপ গ্রেগরি বোঝাতে চান, ব্যবহৃত পরিভাষা সূক্ষ্ম নাও হতে পারে, কিন্তু ধারণাটারই যথার্থতা চাই।

(চ) 'ব্যাপারটা বিপরীত': এখানে উপস্থাপিত উদাহরণটাও পরবর্তীকালে খুবই ব্যবহৃত হল: ত্রিত্বে একটামাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপে (অর্থাৎ একটামাত্র ঈশ্বরত্বে) ভিন্ন তিনটে হিপোস্তাসিস (অস্তিত্বশীলতা) রয়েছেন, কিন্তু খ্রিষ্টের বেলায় দু'টো স্বরূপে সেই একক-জন রয়েছেন।

৭ (ক) ৩য় অধ্যায়ে যেমন, তেমনি এখানেও বিশপ গ্রেগরি আপোল্লিনারিউসের সেই ধারণা উল্লেখ করেন যা অনুসারে খ্রিষ্ট ছিলেন ধীশক্তিবিহীন প্রাণের অধিকারী, কিন্তু অল্প ক'টা পংক্তি পরে তাঁর সেই অন্য ধারণা উল্লেখ করেন যা অনুসারে খ্রিষ্ট একেবারে ধীশক্তিবিহীন ছিলেন (আপোল্লিনারিউস, 'একত্রীকরণ' অধ্যায় দ্রঃ); বিশপ গ্রেগরির মতে উভয় ভ্রান্তধারণা একই অর্থ বহন করে।

(খ) এখানে উপরে উল্লিখিত সেই ‘পুরা মানুষ’ ধারণা (টীকা ৩:৪ দ্রঃ) উপস্থাপিত যা অনুসারে খ্রিষ্ট মানুষের যা কিছু ধারণ করেছেন তা সবই ত্রাণ করেছেন; এর ফলে, তিনি যদি সেই প্রাণ বা ধীশক্তি ধারণ না করতেন তাহলে মানুষের সেই উপাদান পরিত্রাণ পেত না।

(গ) ‘মানুষ প্রাণবিশিষ্ট কিন্তু ধীশক্তিবিহীন হলে’, (ইত্যাদি): বিশপ গ্রেগরি আপোল্লিনারিউসের সেই ধারণা খণ্ডন করেন যা অনুসারে খ্রিষ্ট ছিলেন ধীশক্তিবিহীন। কেননা যেহেতু ধীশক্তি হল সেই উপাদান যা মানুষকে জন্তুদের থেকে আলাদা করে, সেজন্য ধীশক্তিবিহীন খ্রিষ্ট সত্যকার প্রকৃত মানুষ বলে পরিগণিত হতে পারতেন না।

(ঘ) খ্রিষ্টের দ্বারা পরিত্রাণকৃত বিধায়ই মানুষ সম্মানের যোগ্য বলে পরিগণিত, কিন্তু মানুষ ধীশক্তিবিহীন প্রাণের অধিকারী হলে তবে কেবল তার দেহই এতে গর্ব করতে পারত যেহেতু মানুষ ধীশক্তিবিহীন হলে তবে খ্রিষ্ট মানুষের দেহকেই মাত্র পরিত্রাণ করতেন, কিন্তু মানুষের যা বিশিষ্টতম উপাদান, সেই ধীশক্তি না থাকায় তিনি তা ত্রাণও করতে পারতেন না।

৮ (ক) এই অধ্যায় বিশপ গ্রেগরি যে যে অভিযোগ উপস্থাপন করেন, সেগুলো কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তব যেহেতু সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ঠিক এবিষয়েই বিবাদ চলছিল। আপোল্লিনারিউস-পন্থীরা জীবনদায়ী ও সক্রিয় দু’টো উপাদান পাশাপাশি রাখতে অসম্মত ছিল, কেননা নিম্নতরটা তথা মানবীয় ধীশক্তির পক্ষে অস্তিত্বশীল হবার এমনকি ঊর্ধ্বতর ধীশক্তির তথা ঐশ্বরিক লোগোস-বাণীর সহঅস্তিত্বশীল হবার কোন দরকার ছিল না। এক্ষেত্রে বিশপ গ্রেগরি, সর্বপ্রথমে, পরিত্রাণ-ব্যবস্থার খাতিরে, লোগোস-বাণীর ধারণ-করা-মানুষের অক্ষুণ্নতা রক্ষা করার অত্যাবশ্যকতার উপর জোর দেন, পরে বিপক্ষদের সেই নানা অভিযোগ উপযোগী ভাবে সমাধান করতে চেষ্টা করেন।

৯ (ক) যাত্রা ৭:১; দ্বিঃবিঃ ৩৪:৫ দ্রঃ।

১০ (ক) ‘আমাদের ধীশক্তি তো দণ্ডিত’: আপোল্লিনারিউস-পন্থীরা, মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা ক্ষেত্রে, তার মাংসের চেয়ে তার ধীশক্তিকেই বেশি দায়ী মনে করছিল যেহেতু ধীশক্তিই মানুষের ইচ্ছা ও ক্রিয়াশীলতার উৎস। এর ফলে তারা বলত, পাপ করতে সক্ষম এমনকি পাপী ও ইতিমধ্যে দণ্ডিতই এমন ক্রিয়াশীলতার উৎসের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করা লোগোস-বাণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিশপ গ্রেগরি এবিষয়ে তর্ক এড়িয়ে বারবার উল্লিখিত সেই মূখ্য ধারণা উপস্থাপন করেন যা অনুসারে ‘যা ধারণকৃত তা সবই পরিত্রাণকৃত’।

(খ) আদি ২:৭; ১ করি ৫:৭ দ্রঃ।

(গ) ‘তুমি মাংসেরই উপাসক’: আপোল্লিনারিউস-পন্থীরা আপন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ‘মানুষের’ তথা খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের উপাসক বলে অভিযুক্ত করত যেহেতু তাদের মতে খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব তাঁর ঈশ্বরত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল না। এজন্য বিশপ গ্রেগরি, প্রত্যুত্তরে, আপোল্লিনারিউস-পন্থীদের ‘মাংসেরই উপাসক’ বলে চিহ্নিত করেন।

১১ (ক) যাত্রা ৩:২; আদি ১৮:১ ইত্যাদি।

১৩ (ক) যোহন ১:১৪।

(খ) যোহন ১৭:২।

(গ) সাম ৬৫:৩।

(ঘ) সাম ১৪৫:২১।

(ঙ) ‘ফারাও দ্বারা যোসেফের প্রাণকে-ই মাত্র শেকলাবদ্ধ করা হয়েছিল’: প্রকৃতপক্ষে, আদি ৩৯:২০ অনুসারে, ফারাও নয়, পোতিফারই যোসেফকে কারারুদ্ধ করিয়েছিলেন।

(চ) প্রেরিত ৭:১৪ দ্রঃ।

(ছ) সাম ১০৫: ১৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(জ) সাম ১৪৭:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঝ) যোব ৯:৯; ৩৮:৩১-৩২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

১৪ (ক) ২ করি ৫:২১; গা ৩:১৩ দ্রঃ।